জানাযার মাসায়েল

রচনাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্ সালাম, রিয়াদ।

كتاب الجنائز

(باللغة البنغالية)

تأليف :
محمد إقبال كيلاني
ترجمة:
محمد هارون العزيزي الندوي

مكتبة بيت السلام، الرياض

তাফহীমুস্ সুন্নাহ সিরিজ/৫

জানাযার মাসায়েল

রচনাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্ সালাম, রিয়াদ।

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
كيلانى ، محمد اقبال
كتاب الجنائز باللغة البنغالية. / محمد إقبال كيلانى . - الرياض ، ١٤٣١هـ
... ص ؛ ....سم - (تفهيم السنة ؛ ٥)
ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-٦٣٩٨-٧
١ - الجنائز ٢ - صلاة الجنائز أ. العنوان ب . السلسلة

ديوي ٢٥٢،٩ ١٤٣١/٩٧٠٩

رقم الإيداع : ١٤٣١/٩٧٠٩
ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-٦٣٩٨-٧

تقسيم كننده

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 4381155 **فاكس :** 4385991

موبائل: 0542666646-0505440147

فهرس

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়াবলী	أسماء الأبواب	পৃষ্ঠা

হাদীসের পরিভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীসঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায়, রাসূল ﷺ এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফু'ঃ কোন ছাহাবী রাসুল ﷺ এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ কোন ছাহাবী রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম নেয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথাঃ মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে দু'য়ে দাঁড়ায়।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাক্ববুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাক্ববুল' বলে। হাদীসে মাক্ববুল দুই প্রকার। যথাঃ সহীহ ও হাসান।

সহীহঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্রে) বর্ণিত আছে এবং যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত বর্ণনাকারী নেই, তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

সহীহ্ হাদীসের স্তরসমূহ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেন।

গায়রে মাক্ববুল তথা যয়ীফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যয়ীফ' বলে।

মুআ'ল্লাকঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায়, তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনক্বাতিঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে, তাকে 'মুনক্বাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে ছাহাবীর নাম নেই, তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দ্বালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দ্বাল বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওযু' বলে।

মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরুক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি সেই হাদীসকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তাহঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজা এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবে সিত্তা' বলে।

জামি'ঃ যে হাদীসগ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত এবং দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়। যেমনঃ 'জামি' তিরমিযী'।

সুনানঃ যে হাদীসগ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয়। যেমনঃ সুনান আবুদাউদ।

মুস্‌নাদঃ যে হাদীসগ্রন্থে ছাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদ ইমাম আহমদ।

মুস্‌তাখরাজঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্য সুত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজ ইসমাঈলী।

মুস্‌তাদরাকঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবাঈনঃ যে হাদীসগ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়, তাকে 'আরবাঈন' বলা হয়। যেমনঃ আরবাঈনে নববী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আ'লামীনের জন্য। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশেষ নবী ও আখেরী রাসূল মুহাম্মাদ মোস্তাফা ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপরও।

মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার একদিন এখান থেকে চির বিদায় নিয়ে যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময় টুকু পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় 'আল হায়াতুদ্দুনয়াবিয়্যাহ' বা দুনিয়ার জীবন। এই সময়টিই মূলতঃ মানুষের পরকালীন হিসাব-নিকাশের জন্য অধিক গুরুত্ববহ। এই জীবনে মানুষ বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাল খারাপ যা কিছু করবে, সব কিছু আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহিমান্বিত ফেরেশতাগণ মানুষের ছোট বড় সব কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাদের আমলনামা বা ইহজীবনের ডায়েরী হাতে তুলে দেয়া হবে। ভাল ও সৎ লোকদেরকে ডান হাতে এবং খারাপ ও অসৎ লোকদেরকে বাম হাতে দেয়া হবে। এই কিতাবে সবাই তাদের জীবনের সব কিছু লিপিবদ্ধাকারে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কিঞ্চিত পরিমাণ ভাল করবে তাও দেখবে। আর যে ব্যক্তি কিঞ্চিত পরিমাণ খারাপ করবে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল) আর মানুষ যেভাবে একাই জন্ম গ্রহণ করে তদ্রুপ তাকে একাই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আর যেরূপ মানুষের পৃথিবীতে আসাটা ইচ্ছাধীন নয়, তদ্রুপ এই পৃথিবী থেকে মানুষের চির বিদায় নেয়াটাও তার ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং মন না চাইলেও তাকে যেতেই হবে। এটাই হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট প্রকৃতির নিয়ম। মানুষ পৃথিবীতে আসার সময় যেমন তার পরিবার পরিজন তথা আত্মীয়-স্বজনদের উপর শরীয়তের কিছু বিধি বিধান অর্পিত হয়, তদ্রুপ মানুষ পৃথিবী থেকে মৃত্যু বরণ করার সময়ও তার পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন অথবা সাধারণ মুসলিমদের উপর তার প্রতি শরীয়তের অনেক কিছু বিধি বিধান অর্পিত হয়। এসকল বিধানকে ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে 'আহকামে মায়্যিত' নামে অবিহীত করা হয়।

সৌদি আরব রিয়াদে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের আলোকে এসকল বিধানাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে

অসুস্থতার পূর্বাবস্থা, রোগ ও রোগীকে দেখা, মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তি, শোকপালন, মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন, জানাযা, জানাযার ছলাত, দাফন, কবর, যিয়ারত ও ঈছালে ছওয়াব ইত্যাদি বিষয়ে 'কিতাবুল জানায়েয' বা 'জানাযে কে মাসায়েল' নামে উর্দু ভাষায় একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমাদের ধারণা মতে তাঁর এই বিষয় ভিত্তিক প্রয়াস পাঠক মহল থেকে প্রশংসার দাবীদার। জনাব কীলানী সাহেবের বিশেষ অনুরোধে পুস্তিকাটি 'জানাযার মাসায়েল' নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে সম্মত হলাম। আশা করি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণও এই কিতাব থেকে সমানভাবে উপকৃত হবেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব আসল 'ইবারতে'র কাছে থেকেই মূল কথাটি ফুটে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শত চেষ্টার পরেও ভূল থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কারো নজরে কোন ভূল ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের জানালে অত্যন্ত খুশী হব এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্নেহভাজন মৌলভী মুহিব্বুল্লাহ অনেক সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে, শ্রদ্ধাভাজন ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান, বন্ধুবর মাওলানা মুফতি আমিনউদ্দীন, মাওলানা হাবিবুল্লাহ আলকাসেম এবং আরো যারা বইটি তৈরীর ক্ষেত্রে আমাকে কোন না কোন উপায়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পরামর্শদাতা, সহযোগী, পাঠক-পাঠিকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রচারক ও এই কিতাবে বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক আমলকারী সবার জন্য ইহকালে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহন করুন। আমীন।

বিনীত ঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব জামে আলী, বাহরাইন।
পোষ্ট ঃ ১২৮, মানামা, ফোনঃ 973 39805926
Email- Harunazizi@gmail.com

বাহরাইন ঃ
১৫/০৭/১৪৩১ হিজরী
২৭/০৭/২০১০ ইংরেজী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ

মানব জীবনে জীবন ও মৃত্যু উভয় বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জন্মের পরিবর্তে মৃত্যুর প্রভাব হয় অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থাবস্থা থেকেই শিরক-বিদাতের এরূপ অশেষ ধারাবাহিকতা শুরু হয়, যা মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

চিন্তা করুন! মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয় তখন সারা ঘরে এক অদ্ভুদ মানষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। রোগীকে দেখা-শোনাকারীদের অসফলতাবোধ, তাকদীরের আগে মানুষের অক্ষমতা, স্বীয় সন্তান-সন্ততীদের কাছ থেকে চীর বিদায় নেয়ার বেদনাদায়ক কল্পনা, মৃত্যুর ভয় ও ভয়াবহতা, মৃত্যুর সকল আলামত ও নিদর্শন সত্বেও আত্মীয়-স্বজনরা অসূস্থ ব্যক্তিকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়ার জন্য মানষিক ভাবে প্রস্তুত থাকে না, আর অসূস্থ ব্যক্তি নিজেও এই পৃথিবী ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকেনা।

আশা ও ভয়ের এই দ্বন্ধে রোগী ও যারা তাকে দেখা-শোনা করে, তারা সেই সকল কাজ করে থাকে যা তাদেরকে কোন হেকীম বা যুগী, পীর কিংবা স্বাধু অথবা কোন আলেম বা জাহেল বলে থাকে। মৃত্যুর এই মুমুর্ষ মুহূর্তে শয়তান মানুষকে শিরক-বিদাতের সকল রাস্তা (যথাঃ শিরকী ঝাঁড়-ফুঁক, তাবিজ-তুমার, দাগা, মাযার থেকে শিফার মাটি অর্জন করা, মাযারে রশি বাঁধা, মৃত বুজর্গদের নামে মান্নত করা ইত্যাদির রাস্তা) দেখিয়ে দেয়, যা অধিকাংশ মুসলমান ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে সহজেই গ্রহন করে থাকে।

মৃত্যুর পরপরই আসে শোকের পালা। মৃতের বিরহ বেদনা মানুষের আবেগকে বেসামাল করে দেয়। কখনো মানুষ হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে শয়তান মানুষের দ্বীন-ঈমানের উপর হামলা করে এবং তার অনুসারীদেরকে সুন্নাহ মোতাবেক কার্য সম্পাদন থেকে দুরে সরিয়ে সুন্নাহ বিরূদ্ধ কার্য যথাঃ বিলাপ করা, মাতম করা, কাপড় ফাঁটা, চুল ছেঁড়া, বক্ষে আঘাত করা, চেহারায় আঘাত করা, কাল পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে দেয়। শোক প্রকাশের জন্য লাগাতার কয়েক সপ্তাহ বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করাও এরূপ জাহেলী কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত।

শোক পালনের পর শোকের চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আসে ইছালে ছাওয়াবের। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী এবং জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই এই বিশ্বাস রাখে যে, মৃত্যুর পর মানুষ তার আমলের প্রতিদান কিংবা শাস্তি অবশ্যই পেয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি তার মৃত আত্মীয় স্বজনদের জন্য যে কোন উপায়ে ছাওয়াব পৌঁছানো আবশ্যক মনে করে। অধিকাংশ মুসলিম তার আসে-পাশে তথা সমাজে ইছালে ছাওয়াবের নামে যা কিছু অনুষ্ঠান হতে দেখে, তাই গ্রহণ করে নেয়। যেমন কুলখানী, ফাতেহা, তৃতীয়া, সপ্তম, দশম, দ্বাদশ বিংশ, চল্লিশা, মৃত ব্যক্তির ঘরে খাবারের বিশেষ আয়োজন, কুরআন খানির ব্যবস্থা, বর্ষ পালন করা, কবরে খাবার কিংবা মিষ্টি বিতরণ করা ইত্যাদি। কেউ এটা চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেনা যে, এসকল প্রচলিত সামাজিক প্রথার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে কি? নাকি এসকল কাজ শুধুমাত্র মূর্খতা, অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা এবং হিন্দু রীতি-নীতি থেকে প্রভাবিত হয়েই আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। ইছালে ছাওয়াবের এসকল পন্থা অবলম্বন করে মৃতের আত্মীয়- স্বজনরা মনে করে যে, এতে করে তারা মৃতের প্রতি সম্পর্ক, দয়া-মায়া এবং ভক্তির সম্পূর্ণ হক আদায় করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান যে, তারা অন্ততঃ এক বছরের জন্য দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন।

সর্বশেষে আসে কবর যিয়ারতের পালা। কবরের উপর মাযার ও গম্বুজ তৈরী করা, উরস বা মেলার ব্যবস্থা করা, প্রদ্বীপ জালানো, ফুলের চাদর দ্বারা আবৃত করা, কবরকে গোসল দেয়া, কবরের নিকটে বা দূরে আদবের সহিত হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কবরের কাছে ঝুঁকে পড়া, সাজদা করা, কবর বা মাযারকে চুম্বন করা, কবর বা মাযারকে তাওয়াফ করা, কবরে বসে তিলাওয়াত করা, কবরে নামায পড়া, কবরবাসীদের কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করা, তাদেরকে প্রয়োজন পূরনকারী মনে করে তাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাওয়া এবং তাদের কাছে দুআর দরখাস্ত করা ইত্যাদি সব সুন্নাহ বিরূদ্ধ কাজ, যার সম্পর্ক হল, কবর যিয়ারতের সাথে। আর অধিকাংশ মুসলিম ছাওয়াবের আশায় এসব কাজ করে যাচ্ছেন।

কবর যিয়ারতের সম্পর্কে সেই দুঃখজনক বাস্তবতার কথা কার অজানা যে, প্রিয় দেশ (পাকিস্তান) এর সিন্ধু প্রদেশে 'লাওয়ারী' নামক স্থানে এরূপ একটি মাযার রয়েছে যেখানে প্রত্যেক বছর 'হজ্জ' আদায় করা হয়। মাযার তাওয়াফের পর নিয়মীত কুরবানী দেয়া হয়।[১]

---

[১]. কিছু দিন পূর্বে পাকিস্তান সরকার এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু 'জাহেলিয়্যাত' তথা মূর্খ নীতির কান্ডারী বা পতাকাবাহকরা এর বিরুদ্ধে আদালতে মুকাদ্দামা করেছে।

মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর একক রাষ্ট্র ইসলামী গণতন্ত্র পাকিস্তান সেই 'সম্মান' লাভেও ধন্য হয়েছে যে, 'পাক পতন' নামে (সাহিওয়াল জেলায় অবস্থিত) তার একটি শহরে এরূপ মাযারও আছে যেখানে আল্লাহর এক নেক বান্দার কবরের উপর মাযার এবং তার সাথে 'বাবে জান্নাত' তথা বেহেশতী দরজা নির্মাণ করা হয়েছে। যা প্রত্যেক বছর যিয়ারতকারীদের জন্য খোলে দেয়া হয়। অতঃপর একদিকে নজর-নেয়ায গ্রহণ করা হয়, অপর দিকে বেহেশতের জামানত দেয়া হয়। সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে আমীর ও মন্ত্রিরা পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ করে উভয় হাত খোলে দ্বীন-দুনিয়ার সব সম্পদ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শেষ করছেন যে, 'তারা বাস্তবে জান্নাত অতিক্রম করে আল্লাহর জান্নাত লাভে ধন্য হয়েছেন'।

কবর যিয়ারতের বিষয়ে আরো একটি দুঃখ্যজনক দিক হল, আল্লাহর সে সব নেক ও পরহেজগার বান্দাগণ সারা জীবন জনগণকে ইসলামী নিয়ম-নীতি মোতাবেক পাক-পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার শিক্ষা দিতেন, মানুষদেরকে সম্ভ্রম ও সতিত্ব রক্ষার দরস দিতেন, তাদেরই কবরকে আজকে মাদকদ্রব্যের লেন-দেনের প্রধান কার্য্যালয় এবং বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার আড্ডায় পরিণত করা হয়েছে। পাকিস্তানের গরীব এলাকা এবং দূর-দুরান্তের এলাকা গুলোতে খানকাসমূহ এবং মাযার সমূহে সৃষ্ট কাহিনী শুনলে কলীজা মূখে চলে আসে। লোকেরা সব কিছু চোখে দেখছেন এবং কানে শুনছেন তা সত্ত্বেও ঈমানী দুর্বলতা এবং আকীদা-নষ্টের এরূপ অবস্থা হয়েছে যে, তারপরেও উভয় জাহানের ছওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে চতুর্পার্শ্ব থেকে মানুষ তথায় ছুটে চলে আসছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্ধ! একটু চিন্তা করুন, জানাযার মাসায়েলের সাথে দ্বীনের নামে সংযোজিত রসম রেওয়াজ, বিদাত, শিরক ও কুসংস্কারের ছোট বড় সকল শাখা-প্রশাখা মিলে 'শিরকে আযীম' তথা বড় শিরকের মহা সড়ক তৈরী করে দিচ্ছে। যদি বলা হয় যে, দ্বীনের নামে প্রচলিত সকল শিরক-বিদাতের মধ্যে ৯০% নব্বই শতাংশের সম্পর্কই হল, জানাযার মাসায়েলের সাথে, তাহলে তা মোটেও অত্যোক্তি হবেনা।

শিরকের নিন্দায় কুরআন ও হাদীসের ভান্ডার ভর্তি। কতিপয় কুরআনী আয়াত এবং হাদীসে রাসূল উপস্থাপন করা হলঃ

১. সূরা মায়েদায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (৫:৭২)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে। তার উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম"।[২]

২. সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٤:١١٦)

"আল্লাহ তা'আলা শিরককে কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য সব পাপ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন"।[৩]

৩. সূরা ঝুমারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٩:٦٥)

"হে নবী! যদি আপনিও শিরকে লিপ্ত হন, তাহলে আপনার সকল আমল ধ্বংশ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবেন"।[৪]

৪. সুরা শুআরাতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (٢٦:٢١٣)

"হে নবী! আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। অন্যথায় আপনিও শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন"।[৫]

৫. সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٩:١١٣)

"নবী এবং ঈমানদারদের জন্য এটা শুভা পায়না যে, মুশরিকদের জন্য দুআ করবে। যদিও হোক তাদের নিকটাত্মীয়। যেহেতু তারা জানতে পেরেছে যে, মুশরিকরা জাহান্নামী"।[৬]

৬. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস দ্রষ্টব্য ঃ

---

[২] - মায়েদাহঃ ৭২।

[৩] - নিসাঃ ১১৬।

[৪] - ঝুমারঃ ৬৫।

[৫] - শুআরাঃ ২১৩।

[৬] - তাওবাঃ ১১৩।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সাতটি ধ্বংশকারী বস্তু থেকে সতর্ক থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সাতটি বস্তু কি? তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (২) যাদু করা (৩) অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) (অবৈধ পন্থায়) ইয়াতীমের মাল খাওয়া (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) এবং সাদাসিধে ঈমানদার ও সৎ মুসলিম নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

৭. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অছিয়্যাত করে বলেছেন।

لَاتُشْرِكْ بِاللهِ وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ

অর্থাৎ হে মুআয! আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করনা। যদিও তোমাকে হত্যা করে দেয়া হোক কিংবা জ্বালিয়ে দেয়া হোক।

উপরোল্লেখিত আয়াত সমূহ এবং হাদীস সমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শিরকই একমাত্র এমন পাপ যা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার উপযোগী নয়। যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই মীমাংসা করে রেখেছেন যে, যারা এই পাপ (শিরক) করবে তাদের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আর মুশরিকের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সমস্ত কুরআন মজীদে অন্য কোন পাপের বেলায় এত বেশী সতর্কবাণী আসেনি। যেখানে সরাসরি রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বলে দেয়া হয়েছে- "হে নবী! যদি আপনিও শিরকে লিপ্ত হয়ে যান, তাহলে আপনার সমূহ আমল ধ্বংস করে দেয়া হবে"। আল্লাহ তাআ'লা শুধু নবীকে নয় বরং সকল মুসলিমকেও কোন মুশরিকের মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ নিজেও মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসকারী বস্তুর তালিকায় শিরককে সর্বপ্রথমে রেখেছেন। এবং তাঁর ছাহাবীদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছেন- 'হত্যা হয়ে যাওয়া কিংবা আগুনে জ্বলে যাওয়াকে সহ্য কর, কিন্তু শিরকের কাছেধারে যেওনা'।

রাসূল ﷺ এর উত্তম আদর্শ থেকে আমরা একথা জানতে পারি যে, তিনি মক্কী কিংবা মাদানী জীবনের কোথাও কোন সময়ে শিরকের ব্যাপারে সামান্যতম নমনীয়তাও দেখান নি। মাক্কী জীবনে যখন তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ অত্যন্ত কঠিন এবং মৃত্যুমুখী পরীক্ষা সমূহ অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি এরূপ সরকারের দায়িত্বভার গ্রহন করতে অস্বীকার করলেন যা পৌত্তলিক তথা শিরকী ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল এবং মক্কার মুশরিকগণ তা শিরক এর ভিত্তিতেই স্থাপিত রাখতে চাচ্ছিল। পক্ষান্তরে তিনি স্বয়ং দীর্ঘ ধৈর্য্যে ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার ভিত্তি ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের নিয়ম-নীতির উপর।

যেথায় রাসূল ﷺ এত শক্তি রাখতেন যে, তিনি আলী (রাঃ) কে সমগ্র আরব বিশ্বে এই অভিযান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, যেখানেই কোন প্রতিমা বা মূর্তি দেখবে তাকে ধুলিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোন উঁচু কবর দেখবে তাকে যমীনের সমান করে দিবে। (আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী।)

মক্কী জীবনেও যখন রাসূল ﷺ এর সাথে সমজোতার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেয়া হল যে, এক বছর আপনি আমাদের মা'বুদের ইবাদত করবেন আর এক বছর আমরা আপনার মা'বুদের ইবাদত করব। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এর মুখে এই অকাট্য সত্য প্রকাশ করালেন-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

বলুন, হে কাফিরকুল, আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর, আর তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর, তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

নবম হিজরীতে তায়েফ থেকে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধী দল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল এবং তারা শর্ত রাখল যে, যদি তিন বছর পর্যন্ত তাদের আশা-আকাঙ্খা, সংকট নিরসন এবং প্রয়োজনাদী মেটানোর কেন্দ্র লাতকে না ভাঙ্গা হয়, তাহলে তারা ইসলাম গ্রহন করবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের এই শর্ত কোন মতেই গ্রহন করলেন না। বরং সেই প্রতিনিধী দল ঈমান আনার পরপরই রাসূল ﷺ আবুসুফিয়ান ইবনু হারব (রাঃ) এবং মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) কে তাদের সাথেই রওয়ানা করে দিলেন এবং বললেনঃ যাও সর্ব

প্রথম তাদের মূর্তী ভেঙ্গেঁ আস। প্রতিমাগুলোর প্রতি তাদের ঈমানের দুর্বলতা এবং আকীদার নষ্টতার শেষ অবস্থার একটি দৃশ্য লক্ষ্য করুন! তায়েফে পৌঁছার পর রাসূল ﷺ এর প্রতিনিধীরা যখন মূর্তী ভাঙ্গাঁ আরম্ভ করল, তখন সারা শহরের শিশু, বৃদ্ধ নারী এবং পূরুষেরা সবাই এদৃশ্য দেখার জন্য একত্রিত হয়ে গেল যে, (তাদের ধারণা মতে) কিভাবে এদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসছে। তায়েফের মুশরিকদের উপাসনার মূল কেন্দ্র, নযর-নেয়াজ ও মান্নাত উসূলকারী উপাস্য তাওহীদবাদীদের আঘাতে টুকরো টুকরো হচ্ছিল, প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা অবাকদৃষ্টিতে থাকিয়ে ছিল। এদিকে তাওহীদের জান্ডাবাহীরা নিজের ফরয দায়িত্ব আদায় করে রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

বস্তুতঃ ইসলাম ধর্মে আকীদাই হ'ল সেই মৌল ভিত্তি, যার উপর সকল আমালের প্রতিদান কিংবা শাস্তি সীমাবদ্ধ। যদি আকীদা শিরক মুক্ত হয় তাহলে আমল সূহের ক্ষেত্রে ভূল-ভ্রান্তি এবং দূর্বলতার জন্য ক্ষমার পূর্ণ আশা রাখা যায়। পক্ষান্তরে যদি আকীদার মধ্যেই শিরক পাওয়া যায়, তাহলে পাহাড়ের সমান পূণ্যও কোন কাজে আসবেনা।

আমাদের সমাজে এটা কত বড় দুঃখজনক ঘটনা যে, মুসলিম নামদারী বড় একটি দল এরূপ আছেন, যারা শুধু অজ্ঞতাবশত এবং ভূল পথ প্রদর্শনের কারণে ছাওয়াবের কাজ মনে করে শিরকী কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক এরূপও আছেন যারা সমাজের রসম-রেওয়ায, বাপ-দাদার অন্ধঅনুকরণ এবং বংশগত অভ্যাসের ভারী শিকলে আবদ্ধ হয়ে মন না চাইলেও এই রাস্তা অবলম্বন করে আছে। তারা চায় এসব শিকল কেটে ফেলতে। কিন্তু কোথাও তারা সঠিক নির্দেশনা পাচ্ছেনা। তারা জিহালাত তথা অজ্ঞতার এই অন্ধকার দলদল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু তারা কোন পথ খুজে পাচ্ছেনা।

বর্তমান যে সকল দল দেশে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী আন্দোলন করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। কোন কোন দল নিজেদের আক্বীদা গত ফ্যাসাদের কারণে তারা নিজেরাও শিরকে লিপ্ত হয়ে আছে। আবার কোন কোন দল রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে এসকল বিষয় থেকে সরে দাঁড়াতে পারাকেই নিজের জন্য সাফল্যতা মনে করছে। কোন কোন দল এমনিতেই শিরককে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থরের পাপ মনে করছে। আবার কোন দল তাদের ভিতরগত কুন্দলের কারণেও মনে হয় না যে তারা নির্ভেজাল তাওহীদের ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা

রাখে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যে জিহাদের মাধ্যমে নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহী হয়।

এই যুগ নিজেই তার ইব্রাহীমের তালাশ করছে, যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

উচ্চারণ কারীরাই মূর্তীপূজার কেন্দ্রে পরিণত হতে চলছে।

এমতাবস্থায় কুরআন সুন্নাহের পতাকাবাহী এবং শিরক ও বিদাত থেকে অসন্তুষ্ট যুবদলকে স্বীয় দায়িত্ব অনুভব করতে হবে এবং সম্পূর্ণ সংকল্প বদ্ধ হতে হবে যে, আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘরে হোক বা বন্ধুদের সমাবেশে, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মশাল জালাবই। সুন্নাতে রাসূলের প্রচলন মানুষের মধ্যে ব্যাপক করব। এর পরিবর্তে ক্ষনিকের জন্যেও সমাজের গড়া রসম-রেওয়াজ, বংশ ও গোত্রের গড়া নিয়ম-নীতি, বাপ-দাদার পছন্দনীয় জাহেলী আদত-অভ্যাশ, ওলামায়ে সূ তথা নষ্ট আলেমদের মন গড়া বিদাত এবং অমুসলিমদের থেকে আমদানী কৃত চিন্তাধারার সহযোগিতা করবনা।

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রতি আহবানকারীদের কে একথা মনে রাখতে হবে যে, আজকের বিশ্ব ত্রিশ বছরের পূর্বের সময় থেকে অনেক ভিন্ন। শিক্ষা মানুষের চিন্তাধারার নিয়ম পাল্টিয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে উম্মুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাত অনুসরণের পদক্ষেপ এতই মজবুত এবং দলীল প্রমাণ সম্পন্ন যে, গোঁড়ামী এবং দলাদলী চিন্তাধারামুক্ত যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তর ও বিবেককে অতি তাড়াতাড়ি নাড়া দেয়। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানে পূর্ণ আস্থার সহিত শক্তিশালীভাবে মাথা উঁচু করে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের দাওয়াত দিতে থাকুন। কারণ এটিই একমাত্র সত্য দ্বীন। ذلك الــدين القيم। এটিই সোজা রাস্তা কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তা জানে না।

হাদীস প্রচারের কিতাব সমূহের ব্যাপারে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এগুলি কোন বিশেষ চিন্তাধারা, বা কোন বিশেষ মাসলাক বা কোন বিশেষ ফিকহের প্রতিনিধিত্বকারী কিতাব নয় যে, যাতে শুধু নিজের পছন্দ কিংবা অপছন্দের হাদীস সমূহ একত্রিত করা হয়েছে। আবার এগুলি এমন কোন ফলসাফা বা দর্শনের কিংবা তর্কবিতর্কের কিতাব নয় যে, যাতে অযথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে মাসআলা বর্ণনা করা হবে। এরূপভাবে এগুলি আলজেবরা বা জ্যামিতির নিয়ম-নীতির বর্ণনা নয়, যা সরেজমিনে বাস্তবায়নের পর উদ্দেশ্য পূরণ হবে। বরং এসকল কিতাব সহীহ হাদীস সমৃদ্ধ সুন্নাতে রাসূল ﷺ এবং ছাহাবীগণের আছর (আমল) সমূহের একটি সাদাসিদা এবং সর্বজন বোধগম্য ভান্ডার। যাতে লিখিত হাদীস সমূহ পড়ে একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি

সহজভাবে দ্বীনের মাসায়েল বুঝতে সক্ষম হবে। যে আমল রাসূল ﷺ এর পবিত্র জীবন এবং ছাহাবীদের জীবন থেকে প্রমাণিত তা 'মাসনূন' তথা সুন্নাত সম্মত। আর যে আমল রাসূল ﷺ এর পবিত্র জীবন এবং ছাহাবীদের জীবন থেকে প্রমাণিত নয়, তা 'গাইরে মাসনূন'। যেহেতু সকল মুসলমানদের কাছে সর্ব প্রথম রাসূল ﷺ এর কথা ও কাজ এবং তারপর ছাহাবীদের জীবনের আমলই সত্য দ্বীনের আসল মাপকাঠি, সেহেতু পরবর্তী যুগের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদীর ব্যাপারে তর্কবিতর্কে পড়া থেকে আমরা দূরেসরে থাকার চেষ্টা করেছি। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কীয় 'গায়রে মাসনূন' বিষয়াদী পরিচ্ছেদের শেষে একত্রিত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস সমূহের সহীহশুদ্ধ যাচাই বাঁছাইয়ের ক্ষেত্রে এতটুকু বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করি যে, 'সুনান' লিখকদের বর্ণনাকৃত প্রসিদ্ধ হাদীস -

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

অর্থাৎ, রাসূল ছাঃ বেশী বেশী কবর যিয়ারতকারী মহিলা এবং কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে আর যারা কবরে মশাল জালায় তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।- এই হাদীসটিকে শুধু এই কারণে এখানে স্থান দেয়া হয়নি যে তার সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। সম্পূর্ণ কিতাবে সহীহ এবং হাসান স্তরের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা রাখার পূরা চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্বেও যদি কোন দুর্বল হাদীস কারো নজরে পড়ে, তাহলে অবশ্যই আমাদের অভিহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী প্রকাশে তা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ।

কিছু বন্ধুরা হাদীসের পরিভাষা সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত এই নকশা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হাদীসের পরিভাষা সমূহের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন নয়, বরং যেসব সাধারণ শিক্ষিতরা হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে প্রত্যেক হাদীস কে দ্বিধা বিহীনভাবে 'দুর্বল' বলে দিচ্ছে, তাদের অন্তর থেকে এরূপ ধারনাকে দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যেন তারা জানতে পারে যে ইলমে হাদীস কোন সাধারণ বস্তু নয় বরং এরূপ একটি কুল-কেনারা বিহীন সমূদ্র যার ব্যাপারে মুখ খোলা সর্বসাধারণের কাজ নয়।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে শর্ত শরায়েত নির্দিষ্ট করা, হাদীস বর্ণনা কারীদের স্মরণ শক্তি, তাকওয়া, দ্বীনদারী, সত্যতা এবং আকীদার যাচাই বাঁছাই করে তার ভিত্তিতে হাদীসকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা , হাদীস বর্ণনা করার সময় বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন শব্দ যথা حدثنا، أخبرنا *এবং* أنبأنا *ইত্যাদি ব্যবহার করা, হাদীসের গ্রন্থসমূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা নির্ধারণ করা এসব কিছু একথার*

প্রমাণ বহন করে যে, স্বয়ং মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বেলায় কতইনা সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

এমতাবস্থায় একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য এটাকি শুভা পায় যে, সে যে কোন একটি কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিবে, অথবা হাদীসকে গবেষণা বিহীন হঠাৎ 'যঈফ' তথা দুর্বল বলে দিবে। সংক্ষিপ্ত নকশার দ্বারা আলহামদু লিল্লাহ এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে।

জানাযার কিছু মাসআলা খুবই সুক্ষ ছিল। আল্লাহ তাআ'লার কাছে দুআ করি যেন তিনি নিজের করুণা ও অনুগ্রহে আমার সমূহ ইলমী ও আমলী দুর্বলতা কে নিজ রহমতে ঢেকে নিবেন। পরম সম্মানিত উলামায়ে কেরামের খেদমতে আবেদন হল এই যে, হাদীসের মতন, বিশুদ্ধতা, অনুবাদ অথবা মাসআলায় কোথাও কোন ভূল হয়ে গেলে অনুগ্রহ পূর্বক অবগত করবেন। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সঠিক করে দেব।

মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রীস কীলানী সাহেব কিতাবটি আদ্যোপান্ত দেখেছেন। আল্লাহ তাআ'লা নিজ অনুগ্রহ ও করুণায় কিতাবের উত্তম দিকগুলো কবুল করুন এবং তার প্রতিদান ও ছওয়াবে আমার পিতা-মাতাকে শরীক করুন। আমীন।

পাঠকবৃন্দের কাছে আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হাদীস প্রচারের এই ধারাবহিকতা আরো বেশী এখলাছ এবং প্রচেষ্টার সাথে জারি রাখার তাওফীক দান করেন এবং হাদীসের এসকল কিতাবকে সাধারণ জনগণের উপকারের কারণ করতঃ সেই সকল লোকের জন্য ক্ষমার কারণ করেন, যারা কোন না কোন উপায়ে এই কিতাবের তৈরীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

'হে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহন করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রবনকারী ও সর্বজ্ঞ। আর আমাদের তাওবা কাবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।

বিনীতঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

২৮শে রমযানুল মুবারক

-১৪০৬ হিঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كل محدثة بدعة

وكل بدعة ضلالة

وكل ضلالة في النار

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

(দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নব আবিস্কৃত বিষয় বিদাত

আর প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম।

(নাসায়ী)

قَبْــلَ الْمَـــــرَضِ

রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে

মাসআলাঃ ১ = সুস্থতাকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যায়ন করা উচিত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِيَّ فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধ ধরে বললেনঃ পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথিকের মত জীবন যাপন কর। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলতেনঃ যদি সন্ধ্যা হয়, তাহ'লে সকালের অপেক্ষা করনা। আর যদি সকাল হয়, তাহ'লে সন্ধ্যার অপেক্ষা করনা। আর সুস্থতাকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যায়ন কর। -বুখারী।[৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ . رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সুস্থতা ও ব্যস্ততাহীনতা এমন দুটি নেয়ামত, যার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ক্ষতিতে আছে। -বুখারী।[৮]

[৭] - সহীহ আল বুখারী , হাদীস নং ৬৪১৬।

[৮] - সহীহ আল বুখারী , হাদীস নং ৬৪১২।

بَـابُ الْمَــــرَضِ وَالْعِيَـــــادَةِ

রোগ এবং রোগীকে দেখার মাসায়েল

মাসআলাঃ ২ = যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবেনা, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي . رواه مسلم.

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআ'লা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভূ! আপনাকে কিভাবে দেখতে আসব? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খানা চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে প্রভূ! আপনাকে কিভাবে খানা খাওয়াতে পারি? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ তুমি কি জান নি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খানা দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে। হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে প্রভূ! আপনাকে কিভাবে পানি পান করাতে পারি? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি

চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে পান করাতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে। -মুসলিম।[৯]

মাসআলাঃ ৩ = রোগীকে দেখা-শুনা করার প্রতিদান।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ . رواه أحمد وابن ماجة والترمذي .

আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে আসে, সে তার কাছে এসে বসা পর্যন্ত জান্নাতের রাস্তায় চলতে থাকে। যখন বসে, তাকে আল্লাহর রহমত ঢেকে নেয়। যদি সকালে দেখতে যায়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দুআ' করেন। আর যদি সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দুআ' করেন। -আহমদ, ইবনু মাজা।[১০]

মাসআলাঃ ৪ = অমুসলিম রোগীকে দেখা-শুনা করা বৈধ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ غُلاَمًا، لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ . فَأَتَـــاهُ النَّبِـــيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ : أَسْلِمْ . فَأَسْلَمَ. رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ এক ইহুদী গোলাম রাসূল ﷺ এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাকে দেখতে আসলেন এবং বললেনঃ তুমি মুসলিম হয়ে যাও। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। -বুখারী।[১১]

মাসআলাঃ ৫ = রোগীকে দেখার সময় সাতবার এই দুআ' পড়া সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ. رواه أبوداؤد

---

[৯] - মুখতাছারু মুসলিম, হা/নং- ১৪৬৫।

[১০] - সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ, হা/নং- ১১৮৩।

[১১] - মুখতাছারুল বুখারী, হা/নং- ৬৭৯।

আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম আঁইয়াশফিয়াকা'। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ, আরশে আযীমের প্রভূর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে শেফা দেন।) -তা হলে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। - আবুদাউদ।[১২]

মাসআলাঃ ৬ = অসুস্থতার সময় মুখ থেকে অকৃতজ্ঞতাসুচক কোন বাক্য বের করা উচিত নয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ : لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ، كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا . رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এক বেদুইনকে দেখতে গেলেন। যখন তিনি কোথাও কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তার জন্য বলতেনঃ 'লা বা'সা ত্বাহুরুন ইনশা আল্লাহ'। অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ এর দ্বারা তোমার পাপ ক্ষমা হবে। লোকটি বললঃ আপনি কি বলেছেন। পবিত্রকারী! বরং এ তো উত্তেজক তাপমাত্রা। যা একজন বৃদ্ধকে জোরে ধরেছে এমনকি তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে আসবে। নবী ﷺ বললেনঃ তাহলে সেরূপই। -বুখারী।[১৩]

মাসআলাঃ ৭ = রোগীকে দেখার সময় রোগীর কাছে এমন কথা বলা উচিত, যাতে সে মনে শান্তি পায় এবং সাহস পায়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . رواه مسلم

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন অসুস্থ বা মৃতকে দেখতে যাবে তখন উত্তম কথা বল, কারণ তোমরা যা বলবে তার উপর ফেরেশেতারা আমীন বলে থাকেন। -মুসলিম।[১৪]

মাসআলাঃ ৮ = রোগ কে খারাপ বলা উচিত নয়।

মাসআলাঃ ৯ = অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি মানুষের পাপ মোচন এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

---

[১২] - সহীহ সুনান আবিদাউদ, ২য় খন্ড, হা/ -২৬৬৩।

[১৩] - সহীহ বুখারী, যবিদী, হা/- ১৫১১।

[১৪] - মুখতাছারু মুসলিম, হা/- ৪০২।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ : أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلاَّ حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ الشَّجَرِ . رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি নবী কারীম ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি শক্ত জ্বরে ভূগছিলেন। আমি বললামঃ আপনি তো ভীষণ জ্বরে ভূগছেন। আর একারণেই হয়ত আপনাকে দ্বীগুন বদলা দেয়া হবে। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! কোন মুসলিম যখন কষ্ট পেয়ে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার পাপসমূহ এমন ভাবে ঝেঁড়ে দেন যেমনিভাবে (বসন্তকালে) গাছের পাতা ঝরে যায়। -বুখারী।[১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. رواه البخاري

আবু হুরাইরা ﷺ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা যার সাথে ভাল করার ইচ্ছা করেন, তাকে কষ্টে পতীত করেন। -বুখারী।[১৬]

মাসআলাঃ ১০ = অসুস্থতাকালীন সময়ে রোগীর দু'আ কবুল করা হয়।

عن ابن عباس ﷺ عن النبي ﷺ قال : خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم حين يستنصر ، ودعوة الحاج حين يصدر ، ودعوة المجاهد حين يقفل ، ودعوة المريض حين يبرأ ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب - ثم قال : - وأسرع هذه الدعوات إجابة ، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. رواه البيهقي

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ পাঁচ ব্যক্তির দু'আ গ্রহণ করা হয়। (১) মজলূমের দু'আ প্রতিশোধের পূর্ব পর্যন্ত। (২) হজ্জ আদায়কারীর দু'আ ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত। (৩) মুজাহিদের দু'আ জিহাদ থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত। (৪) অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (৫) এক মুসলিম ভাইদের দু'আ তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য। তারপর বললেনঃ এসব দুআর মধ্যে দ্রুত গ্রহণ যোগ্য দু'আ হল, মুসলিম ভাইয়ের দু'আ অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য। -বুখারী।[১৭]

মাসআলাঃ ১১ = চিকিৎসা করা সুন্নাত। তবে তার জন্য হারাম বস্তু ব্যবহার করা অবৈধ।

---

[১৫] - মুখতাছারু বুখারী, হা/নং- ১৯৫৩।

[১৬] - মুখতাছারু বুখারী, হা/নং- ১৯৫১।

[১৭] - মিশকাতুল মাছাবীহ, হা/নং - ২৬৬০।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ﷺ قَالَ قَالَتِ الأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَتَدَاوَى قَالَ : نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ : الْهَرَمُ . رواه الترمذي

উসামা ইবনু শরীক ﷺ বলেনঃ কতিপয় বেদুইন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! হে আল্লাহর বান্দা! চিকিৎসা কর। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার কোন চিকিৎসা হবেনা। তবে একটি রোগ ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল সে রোগটি কি? বললেনঃ তা হ'ল, বার্ধক্য। -তিরমিযী।[১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ . رواه أحمد والترمذي

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু সমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা।[১৯]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ﷺ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا . رواه أبوداؤد

আব্দুর রাহমান ইবনু উসমান ﷺ বলেনঃ এক ডাক্তার রাসূল ﷺ এর কাছে ঔষধের মধ্যে বেঁঙ ব্যবহারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেনঃ তখন রাসূল ﷺ তাকে বেঁঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।- আবুদাউদ।[২০]

عَنْ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ﷺ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ . رواه مسلم

তারেক ইবনু সুওয়াইদ (রাঃ) নবী ﷺ এর কাছে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে মদ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তারেক ﷺ বললেনঃ আমি তো এটি ঔষধে ব্যবহার করার জন্য বানিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেনঃ মদ ঔষধ নয়! বরং অসুখ। -মুসলিম।[২১]

---

[১৮] - সহীহ সুনান তিরমিযী, হা/নং - ১৬৬০।

[১৯] - সহীহ সুনান তিরমিযী, হা/নং - ১৬৬৭।

[২০] - সহীহ সুনান আবুদাউদ, হা/নং-

[২১] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং - ১২৭৯।

মাসআলাঃ ১২ = রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বরের জন্য ঠান্ডা পানি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ. رواه ابن ماجة .

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'জ্বর জাহান্নামের ভাট্টি থেকে একটি ভাট্টি। সুতরাং তোমরা ঠান্ডা পানির মাধ্যমে তাকে বারণ কর। -ইবনু মাজা।[২২]

মাসআলাঃ ১৩ = রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদরোগের জন্য 'হারীরা' ব্যবহার করার আদেশ দিতেন।

عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّـــةٌ لِفُـــؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ . متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'তালবীনা' হৃদরোগের জন্য আরামদায়ক। এটি অনেক ফেরেশানী কে দুরীভূত করে। -বুখারী, মুসলিম।[২৩]

মাসআলাঃ ১৪ = রাসূলুল্লাহ ﷺ 'নিমূনিয়া' রোগে কস্তুরী ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ رضي الله عنها قالت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.متفق عليه

উম্মু কাইস বিনতে মিহছান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলা কেন ধাবছ? তোমাদেরকে 'উদে হিন্দী' (কস্তুরী) ব্যবহার করা দরকার। এতে সাতটি রোগের শেফা রয়েছে। সেগুলির একটি হল 'যাতুল জনব'। -বুখারী, মুসলিম।[২৪]

মাসআলাঃ ১৫ = রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মাথা ব্যথা' রোগের চিকিৎসা সিঙ্গার মাধ্যমে করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ. رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ ইহরামাবস্থায় শিঙ্গাঁ লাগিয়েছিলেন মাথার একটি ব্যথার কারণে।-বুখারী।[২৫]

---

[২২] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, হা/নং - ২৭৯৯।
[২৩] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং - ২৭৯৯।
[২৪] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং - ১৪৭৭।
[২৫] - কিতাবুত তিবব।

মাসআলাঃ ১৬ = 'আরাকুন্নিসা' তথা জোড়ার ব্যাথার চিকিৎসা।

عن أَنس بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ. رواه ابن ماجة

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ 'আরাকুন্নিসা' রোগের চিকিৎসা হল জঙ্গলী ছাগলের কোমর। তাকে ভালভাবে গলাবে অতঃপর তিন ভাগ করে প্রত্যেক দিন সকালে খালি পেটে এক ভাগ পান করবে। -ইবনু মাজা।[২৬]

মাসআলাঃ ১৭ = রক্ত বন্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পাটির ছাই ব্যবহার করেছেন।

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ جرح رسول الله ﷺ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. رواه البخاري

সাহাল ইবনু সাআ'দ (রাঃ) বলেনঃ ফাতেমা (রাঃ) রাসূল ﷺ এর আহত স্থান ধুচ্ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তার উপর পানি ঢালছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখলেন যে পানি ঢালার কারণে রক্ত বেশী বের হচ্ছে, তখন চাটাই এর একটি টুকরা নিয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে আহত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।- বুখারী।[২৭]

মাসআলাঃ ১৮ = রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদরোগের জন্য 'আজওয়া' খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর 'আজওয়া' খেজুর বিষ এবং জাদুর জন্যেও উত্তম চিকিৎসা।

عن سَعْدٍ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ. رواه البخاري

সাআ'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে সে বিষ ও জাদুর প্রভাব থেকে সেদিন রক্ষা পাবে। -বুখারী।[২৮]

মাসআলাঃ ১৯ = কাল জিরা অনেক রোগের জন্য শিফা তথা আরোগ্যের কারণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ. متفق عليه

---

[২৬] - সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/- ২৭৮৮।
[২৭] - বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
[২৮] - মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হা/ ১৯০৫।

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কাল জিরায় মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের শেফা রয়েছে। ইবনু শিহাব বলেনঃ 'সাম' অর্থ মৃত্যু। কাল দানা অর্থ কাল জ্বিরা। - বুখারী, মুসলিম।[২৯]

মাসআলাঃ ২০ = রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন আঘাত বা হতাহতের চিকিৎসার জন্য মেহেদী ব্যবহার করেছেন।

عن سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ . رواه ابن ماجة

নবী কারীম ﷺ এর খাদেমা সালামা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ যখনই কোন আঘাত পেতেন কিংবা তাঁর শরীরে কাঁটা ঢুকে পড়ত তখনই তিনি সেখানে মেহেদী ব্যবহার করতেন। -ইবনু মাজাহ।[৩০]

মাসআলাঃ ২১ = রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়ের 'মৌচ' রোগের জন্য 'শিঙ্গা' ব্যবহার করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ . رواه أبوداؤد

জাবের (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ পায়ে মোচড় খাওয়ার কারণে (কোমরে) শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। -আবুদাউদ।[৩১]

মাসআলাঃ ২২ = রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধির জন্যে লাল সুরমা ব্যবহার করতেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ . رواه ابن ماجة

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা রাত্রে ঘোমানোর সময় 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার কর। এর দ্বারা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং চুল বাড়ে। -ইবনু মাজাহ।[৩২]

মাসআলাঃ ২৩ = আল্লাহ্ তাআ'লা ওলকে চোখের জন্য শেফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا الْكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ . رواه الترمذي

---

[২৯] - মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হা/ ১৪৮৩।
[৩০] - সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/- ২৮২১।
[৩১] - সহীহ সুনান আবুদাউদ, ২য় খন্ড, হা/- ৩২৮২।
[৩২] - সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/- ২৮১৯।

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী তাঁকে বললেনঃ ওল হল যমিনের বসন্তরোগ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ ওল হল 'মন্ন'। তার পানি চোখের জন্য শেফা। আর 'আজওয়া' হল জান্নাতি ফল, তাতে রয়েছে বিষ থেকে শেফা। -তিরমিযী।[৩৩]

মাসআলাঃ ২৪ = মধুর মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা শেফা রেখেছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِه عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ اسْقِه عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِه عَسَلًا فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأَ. رواه الترمذي

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল। আমার ভাইয়ের দস্থ শুরু হয়েছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। তারপর তাকে মধু পান করাল। তারপর এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল তাকে মধু পান করালাম কিন্তু এর দ্বারা তার অসুখ বেড়ে গেল। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। তারপর আবার তাকে মধু পান করাল। তারপর এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে মধু পান করালাম কিন্তু তার রোগ বেড়েই চলছে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ তাআ'লা সত্য বলেছেন আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। তাকে মধু পান করাও। তারপর পান করালেন তখন সুস্থ হয়ে গেল। -তিরমিযী।[৩৪]

মাসআলাঃ ২৫ = যমযমের পানিতে রয়েছে শেফা।

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.
رواه ابن ماجة

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবে তা পূর্ণ হবে। -ইবনু মাজাহ।[৩৫]

মাসআলাঃ ২৬ = জিরা এবং 'সানার' মধ্যে রয়েছে সকল রোগের শেফা।

---

[৩৩] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খন্ড, হা/- ১৬৮৯।
[৩৪] - সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/- ১৬৯৭।
[৩৫] - সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/- ২৭৮৪।

عن أُبَيِّ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ . رواه ابن ماجة

উবাই ইবনু হারাম (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা 'সানা' এবং জ্বিরা ব্যবহার কর। কেননা এতে মৃত্যু ব্যতীত সব কিছুর শেফা রয়েছে। -ইবনু মাজাহ।[৩৬]

মাসআলাঃ ২৭ = রোগারোগ্যের জন্য হাতে কড়া, দাগা, তাবিজ-তুমার ইত্যাদি বাঁধা নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه أحمد

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একদল লোক আসল। তিনি তাদের নয় জন থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এক জন থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন না। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একজনের করলেন না? তিনি বললেনঃ এব্যক্তি তাবীয বেঁধে রেখেছে। তখন লোকটি হাত ঢুকিয়ে তাবীজ কেটে ফেলল। তারপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ যে ব্যক্তি তাবীজ লটকাবে সে শিরক করল। -আহমদ।[৩৭]

মাসআলাঃ ২৮ = জাদুর মাধ্যমে জাদুর চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. رواه أبوداؤد

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জাদুর মাধ্যমে জাদুর বিকিৎসার ব্যাপারে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বললেনঃ এটি হল শয়তানী কাজ। -আবুদাউদ।[৩৮]

মাসআলাঃ ২৯ = শিরকমুক্ত কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. رواه مسلم

---

[৩৬] - *সিলসিলা সহীহা*, ১ম খন্ড, হা/- ৩২৭৭।
[৩৭] - সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হা/- ৩২৭৭।
[৩৮] - সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হা/- ৩২৮৮।

আউফ ইবনু মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমরা জাহেলী যুগে বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম এব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য? তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে সেই মন্ত্র পড়ে শুনাও। এমন মন্ত্র যাতে শিরক নেই তাতে কোন দোষ নেই। -মুসলিম।[৩৯]

মাসআলাঃ ৩০ = শিরকযুক্ত ঝাঁড়-ফুঁক, শিরকযুক্ত তাবিজ পরা অবৈধ।

মাসআলাঃ ৩১ = শেরেকী কাজে কখনো রোগারোগ্য বা সংকট দুর হতে পারে।

মাসআলাঃ ৩২ = মাসনূন ঝাঁড়-ফুঁকের শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. رواه أبوداؤد

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং তিওয়ালা (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার উদ্রেকের জন্য অবৈধ কোন তাদবীর) করা শিরক। আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর স্ত্রী বললেনঃ আপনি এরূপ বলছেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমার চোখে ভীষণ ব্যথা ছিল। অমুক ইহুদী যার কাছে আমাদের আসা যাওয়া হয়, সে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছে, ফলে আমি ভাল হয়েছি। তিনি বললেনঃ এটি তো শয়তানের কাজ। সে স্বয়ং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। যখন ঝাড়-ফুঁক করে, তখন সে বিরত থাকে। তোমার জন্য ঝাড়-ফুঁক হিসেবে তাই যথেষ্ট যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। তাহল, **'আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাস -------।'** অর্থাৎ হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ নিবারণ কর। তুমিই তো শেফা দানকারী। শুধু তোমারই পক্ষ থেকে শেফা হয়ে থাকে। এমন শেফা দান কর যা কোন ধরণের অসুখ ছাড়েনা। -আবুদাউদ।[৪০]

মাসআলাঃ ৩৩ = অসুস্থ ব্যক্তির উপর ডান হাত ফিরিয়ে আল্লাহ থেকে শেফা চাওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত দুআ' করা দরকার।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.متفق عليه

[৩৯] - মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হা/ ১৪৬২।
[৪০] - সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হা/- ৩২৮৮।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে আসতেন কিংবা তাঁর কাছে কোন অসুস্থকে আনা হত তখন তিনি বলতেনঃ 'আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাস -----------।' অর্থাৎ হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ নিবারণ কর। তুমিই তো শেফা দানকারী। শুধু তোমারই পক্ষ থেকে শেফা হয়ে থাকে। এমন শেফা দান কর যা কোন ধরণের অসুখ ছাড়বে না। -বুখারী, মুসলিম।[৪১]

মাসআলাঃ ৩৪ = কুষ্ঠ রোগ, কুড়ি রোগ এবং পাগল হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্ন বর্ণিত দুআ'া করা দরকার।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُنُـــونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ . رواه النسائي

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেনঃ "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়া, শ্বেত রোগ এবং খারাপ অসুখ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -নাসায়ী।[৪২]

মাসআলাঃ ৩৫ = যাদুর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য 'মুআওয়েযাত' (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) পড়ে ফুঁক দেয়া দরকার।

মাসআলাঃ ৩৬ = ফুঁক দেয়ার সময় শরীরে হাত ফিরানো সুন্নাত।

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ . متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (জাদুর প্রভাবে) অসুস্থতা বোধ করতেন। তখন 'মুআউয়েযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন এবং শরীরে হাত ফিরে দিতেন। -বুখারী, মুসলিম।[৪৩]

মাসআলাঃ ৩৭ = শরীরের কোন স্থানে ব্যথা অনুভব হলে, তথায় হাত রেখে নিম্নের দুআ পড়া সুন্নাত।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ

---

[৪১] - মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হা/ ১৯৬১।

[৪২] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ৩য় খন্ড, হা/- ৫০৬৮।

[৪৩] - মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হা/ ১৭০৪।

جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. رواه مسلم

উসমান ইবনু আবুল আ'ছ (রাঃ) বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজের শরীরে একটি ব্যথা অনুভব করতেন। তার কথা তিনি রাসূল ﷺ কে বললেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হাত রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলে সাতবার এই দুআ পড়ঃ *'আউযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু'* অর্থাৎ আমি আল্লাহর শক্তির উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি তার অনিষ্ট থেকে। -মুসলিম।[৪৪]

মাসআলাঃ ৩৮ = মানুষের নজর তথা দৃষ্টিতে রয়েছে বড় প্রভাব।

মাসআলাঃ ৩৯ = বদ নজর থেকে হিফাজত থাকার জন্য নিম্ন বর্ণিত দুআ পড়া চাই।

عن ابن عباس ﷺ عن النبي ﷺ قال : العين حق فلو كان شيئ سابق القدر سبقته العين . رواه مسلم

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নজর (লাগা) সত্য। যদি কোন বস্তু তাকদীরের আগে যাওয়ার হত তাহলে নজর যেত। -মুসলিম।[৪৫]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে এই দুআ পড়ে ফুঁক দিতেন এবং বলতেন নিশ্চয় তোমাদের বাবা (ইব্রাহীম) ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) কে এই দুআ পড়ে ফুঁক দিতেন। তা হলঃ *'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন্ কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন'* অর্থাৎ আমি তোমরা দুজনের জন্য শয়তান, কষ্টদায়ক পশু এবং বদনজর থেকে হিফাজত থাকার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। -বুখারী।[৪৬]

মাসআলাঃ ৪০ = রোগের জন্য চিকিৎসা কিংবা ঝাড়-ফুঁক না করা, বরং শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করার ফযীলত।

---

[৪৪] - মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হা/ ১৪৪৭।

[৪৫] - মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হা/ ১৪৫৪।

[৪৬] - মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হা/ ১৪১৮।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَــبْعُونَ أَلْفًــا بِغَيْــرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . متفق عليه

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাব জান্নাতে যাবে। তারা হল, যারা ঝাড়-ফুঁক করাবেনা, খারাফ ফাল গ্রহণ করবেনা। বরং শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করবে। -বুখারী, মুসলিম।[৪৭]

মাসআলাঃ ৪১ = কোন অসুস্থ কিংবা মুছিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দুআ পড়া চাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ . رواه الترمذي

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে বলবে- *'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা।'* অর্থাৎ সে আল্লাহর সকল প্রশাংসা যিনি আমাকে সেই মুছীবত থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তোমাকে পতীত করেছেন। এবং যিনি আমাকে অনেক সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। -সে সেই মুছীবতে পতিত হবেনা। - তিরমিযী।[৪৮]

মাসআলাঃ ৪২ = জীবনের শেষ মুহূর্তে নিম্নের দুআ বলা চাই।

عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ . رواه البخاري

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী আকরাম ﷺ এর ওফাতের পূর্বে মনোযোগ সহকারে শুনেছি। যখন তিনি আমার শরীরে পিঠ লেগে বসেছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও। আমাকে রহম কর এবং আমাকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। -বুখারী।[৪৯]

---

[৪৭] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং- ১০১।
[৪৮] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় হা/নং - ২৭২৯।
[৪৯] - মুখতাছারু বুখারী, হা/নং- ১৭০৫।

بَـابُ الْمَـوْتِ وَالْمَيِّـتِ

মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির মাসায়েল

মাসআলাঃ ৪৩ = আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখা উচিত।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . متفق عليه

উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা ভালবাসে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন। -বুখারী, মুসলিম।[৫০]

মাসআলাঃ ৪৪ = মৃত্যুকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. رواه أحمد

মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ দুটি বস্তু এমন আছে যাকে মানুষ খারাপ মনে করে। মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু তাঁর জন্যে ফিতনায় পড়া থেকে অনেক উত্তম। আর স্বল্প সম্পদকে খারাপ মনে করে অথচ স্বল্প সম্পদ তাঁর হিসাবকে কম করে দিবে। -আহমদ।[৫১]

মাসআলাঃ ৪৫ = মৃত্যুর আশা করা অবৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ . رواه البخاري

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মৃত্যুর আকাঙ্খা করবেনা। যদি সে ভাল হয় তাহলে হয়ত ভালকাজ বৃদ্ধি করবে। আর যদি খারাপ হয় তা'হলে হয়ত তাওবা করবে। -বুখারী।[৫২]

---

[৫০] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ২১১৮।

[৫১] - সিলসিলায়ে সহীহা, হা/নং- ৮১৩।

[৫২] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ১৯৬০।

মাসআলাঃ ৪৬ = অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে মৃত্যুর আশা করার নিয়ম।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَــا بُــدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَــاةُ خَيْــرًا لِــي . رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মুছিবতগ্রস্ত হওয়ার কারণে মৃত্যুর আকাঙ্খা করবেনা। যদি কিছু বলতেই চায়, তাহলে বলবে-হে আল্লাহ! যদি আমার জন্য জীবন ভাল হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য ভাল হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও। -বুখারী।[৫৩]

মাসআলাঃ ৪৭ = শাহদাতের মৃত্যুর জন্য আশা করা এবং দুআ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ . رواه البخاري

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সেই স্বত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমার আশা হয় যেন আল্লাহর রাস্তায় আমাকে শহীদ করা হোক পুনারায় আবার জীবিত হই এবং আবার আল্লাহর রাস্তায় আমাকে শহীদ করা হোক পুনারায় আবার জীবিত হই এবং আবার আল্লাহর রাস্তায় আমাকে শহীদ করা হোক পুনারায় আবার জীবিত হই এবং আবার আল্লাহর রাস্তায় আমাকে শহীদ করা হোক ।-বুখারী।[৫৪]

قَالَ عُمَرُ ﷺ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ . رواه البخاري

উমর (রাঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার রাসূলের শহরে শহীদ হওয়ার তৌফীক দান কর। - বুখারী।[৫৫]

মাসআলাঃ ৪৮ = মৃত্যুর কষ্ট অস্বাভাবিক।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ . رواه البخاري

[৫৩] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ১৯৫৮।

[৫৪] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

[৫৫] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ আমার বক্ষ এবং চিবুক এর মধ্যখানে মৃত্যু বরণ করেছেন। নবী কারীম ﷺ এর পর কখনো কারো জন্যে আমি মৃত্যুর কষ্টকে খারাপ ভাবিনা। -বুখারী।[৫৬]

মাসআলাঃ ৪৯ = মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা উচিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة .

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা বেশী বেশী স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর। -তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।[৫৭]

মাসআলাঃ ৫০ = যে ব্যক্তি মারা যাবে তার পার্শ্বে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়া সুন্নাত।

عَنْ أَبِي سعيد وأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ . رواه مسلم

আবুসাঈদ ও আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তি কে কালিমা শিক্ষা দাও। -মুসলিম।[৫৮]

মাসআলাঃ ৫১ = মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমার আশা বলবৎ থাকা দরকার।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . رواه مسلم

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে একথা বলতে শুনেছি যে, মৃত্যুর সময় মানুষকে আল্লাহর উপর ভাল ধারণা রাখতে হয়। -মুসলিম।[৫৯]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قال دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنِّي أَرْجُو اللّٰهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ. رواه الترمذي وابن ماجة .

[৫৬] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ১৭০৬।

[৫৭] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় হা/নং - ১৮৭৭।

[৫৮] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হা/নং- ৪৫৩।

[৫৯] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হা/নং- ৪৫৫।

আনস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ এক যুবকের কাছে আসলেন তখন সে মৃত্যুর কাছোকাছি ছিল। জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি অনুভব হচ্ছে? সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাপের জন্য ভয়ও পাচ্ছি এবং আল্লাহর রহমতের আশাও করছি। তখন তিনি বললেনঃ এসময়ে যার অন্তরে ভয় এবং আশা উভয়টি একত্রিত হবে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা তার আশা মতে অনেক করুনা করেন এবং তার ভয় থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।[৬০]

মাসআলাঃ ৫২ = মৃত্যুর সময় কালিমা পড়তে পারা নাজাতের কারণ।

মাসআলাঃ ৫৩ = প্রত্যেক মুসলিমেকে উত্তম মৃত্যুর জন্য দুআ' করা দরকার।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . رواه أبوداؤد

মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাবে। -আবুদাউদ।[৬১]

মাসআলাঃ ৫৪ = মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম আসা ঈমানের নিদর্শন।

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة .

বুরাইদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মৃত্যুর সময় মু'মিন এর কপালে ঘাম দেখা যায়। -তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনুমাজাহ।[৬২]

মাসআলাঃ ৫৫ = জুমার রাতে অথবা জুমার দিনে মৃত্যু বরণ করা কবরের ফিতনা থেকে নাজাত পাওয়ার কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. رواه أحمد والترمذي

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে মুসলিম ব্যক্তি জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচাবেন। -আহমদ, তিরমিযী।[৬৩]

---

[৬০] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খন্ড, হা/নং - ৭৮৫।
[৬১] - সহীহ সুনান আবুদাউদ, ২য় খন্ড, হা/নং - ২৬৭৩।
[৬২] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং - ১৭২৪।

মাসআলাঃ ৫৬ = শাহাদাতের মৃত্যু কর্য ব্যতীত সকল পাপ ক্ষমা হওয়ার কারণ হয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ শহীদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিন্তু কর্য ক্ষমা করা হয় না। -মুসলিম।[৬৪]

মাসআলাঃ ৫৭ = হঠাৎ মৃত্যু মু'মিনের জন্য রহমত এবং কাফেরদের জন্য শাস্তি।

عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْــذَةُ أَســفٍ

رواه أبوداؤد وزاد البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه أخذة أسف للكــافر ورحمــة للمؤمن .

উবায়দুল্লাহ ইবনু খালিদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হঠাৎ মৃত্যু আল্লাহর রাগের পাকড়াও। -আবুদাউদ।[৬৫]

বায়হাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে এবং রযীন তার গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে বলেছেনঃ 'হঠাৎ মৃত্যু কাফেরর জন্য আল্লাহর রাগের পাকড়াও আর ঈমানদারের জন্য রহতের কারণ হয়ে থাকে।[৬৬]

মাসআলাঃ ৫৮ = অপমৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' করা উচিত।

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ وَالتَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَمِّ وَالْحَرِيقِ وَالْغَرَقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. رواه النسائي

আবুল ইয়াসার (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ দু'আ করার সময় বলতেনঃ হে আল্লাহ! বার্ধক্যে মৃত্যু, উঁচু স্থান থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় গস্থহণ করছি। কোন বস্তু উপরে ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু হয়ে যাওয়া, দুঃখ ও শোকের কারণে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, ডুবে মৃত্যু হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুর সময় শয়তানের কোন আক্রমন থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা

---

[৬৩] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খন্ড, হা/নং - ৮৫৮।

[৬৪] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হা/নং- ১০৮৪।

[৬৫] - সহীহ সুনান আবিদাউদ, ২য় খন্ড, হা/নং - ২৬৬৭।

[৬৬] - মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল জানায়িয।

করছি। তোমার রাস্তায় জিহাদ করার সময় পিঠ ফিরে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যু থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে কারণে মৃত্যু হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -নাসায়ী।[৬৭]

মাসআলাঃ ৫৯ = আত্মহত্যাকারী সব সময় জাহান্নামে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا . رواه البخاري

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে ধ্বংস করবে সে জাহান্নামে যাবে এবং সর্বদা এরূপ নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলতে থাকবে। জাহান্নামে সে সব সময় এ অবস্থাতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে নিজেকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে নিজের হাতে বিষ নিয়ে পান করতে থাকবে সদা সর্বদা। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করবে সে জাহান্নামে এই অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের পেটে মারতে থাকবে। - বুখারী।[৬৮]

মাসআলাঃ ৬০ = যে ব্যক্তির কাছে অছিয়াতের কিছু থাকবে, সে যেন তা লিখে নিজের কাছে রাখে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . متفق عليه

ইবনু উমর (রাঃ) বলেছেনঃ যদি কোন মুসলিমের কাছে অছিয়ত করার মত কোন কিছু থাকে তা'হলে তা লেখা ব্যতীত তার দুটি রাত না কাটা চাই। -বুখারী, মুসলিম।[৬৯]

মাসআলাঃ ৬১ = মৃত্যুর সময় মানুষকে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ব্যতীত বাকী সম্পদের অছিয়াত করে যাওয়া জায়েয নয়।

---

[৬৭] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং- ৫১০৫।

[৬৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ১৯৮২।

[৬৯] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ১১৯৪।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا . رواه أحمد

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুও সময় তার ছয়টি দাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার কাছে এসকল গোলাম ব্যতীত আর কিছু দিলনা। সুতরাং রাসূল ﷺ গোলামদের ডাকলেন এবং তাদেরকে তিন ভাগ করে তাদের মধ্যে লটারী করলেন এবং দুটি গোলাম মুক্ত করে বাকী চারজন রেখেদিলেন। আর মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে শক্ত করে উপদেশ দিলেন। - আহমদ।[৭০]

মাসআলাঃ ৬২ = মৃত্যুর পর মৃতের চোখ বন্ধ করে দেয়া চাই।

মাসআলাঃ ৬৩ = মৃত ব্যক্তির কাছে ভাল কথা বলা চাই।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ . رواه أحمد وابن ماجة.

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত থাকবে তখন তার চৌখ বন্ধ করে দাও। কেন না যখন ফেরেশতাগণ রূহ কবজ করে যান তখন চৌখ রূহের পিছনে পিছনে যায়। আর মৃতের জন্য ভাল কথা বল, কারণ পরিবারের লোকদের কথার উপর ফেরেশতারা আমীন বলে। -আহমদ, ইবনু মাজা।[৭১]

মাসআলাঃ ৬৪ = কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কাছে এই দুআ পড়া সুন্নাত।

عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت قال رَسُولَ اللَّه ﷺ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ ما أمره الله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا . رواه مسلم

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন কোন বান্দা মুছিবতের সময় এই দুআ'পড়ে যা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহুম্মা আজুরনী ফি মুছিবতী ওয়া আখলিফ লি খাইরাম

[৭০] - নাইলূল আউতার-শাওকানী, কিতাবুল ওয়াছায়া।

[৭১] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং- ১১৯০।

মিনহা'- অর্থাৎ আমরা সব আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমার এই মুছিবতে আমাকে প্রতিদান দাও এবং এর থেকে আমাকে উত্তম বদলা দাও।' তাহ'লে আল্লাহ তাআলা তার মুছিবতে তাকে ছাওয়াব দিবেন এবং তাকে উত্তম বদলা দিবেন। -মুসলিম।[৭২]

মাসআলাঃ ৬৫ = মৃত ব্যক্তিকে চাদর দ্বারা ঢেকে রাখবে।

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ برد حِبَرَةٍ . متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন রাসূল ﷺ এর ওফাত হল, তখন তাঁকে একটি ইয়ামানী চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। -বুখারী, মুসলিম।[৭৩]

মাসআলাঃ ৬৬ = মৃতের ওয়ারিশদের উচিত, তারা যেন অতিসত্তর তার কর্য পরিশোধ করে দেয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মু'মিনের রূহ ততক্ষণ পর্যন্ত কর্যের সাথে লটকে থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে আদায় করা হয়। -আহমদ, ইবনু মাজাহ।[৭৪]

মাসআলাঃ ৬৭ = মৃত্যুর খবর পৌছানো সুন্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النبي ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . متفق عليه

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর মৃত্যুর খবর সেই দিনই লোকদের দিয়েছেন যে দিন তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে তাশরীফ নিলেন এবং চার তাকবীর বলে জানাযার ছলাত আদায় করলেন। -বুখারী, মুসলিম।[৭৫]

---

[৭২] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হা/নং- ৪৬১।
[৭৩] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হা/নং- ৪৫৭।
[৭৪] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খন্ড, হা/নং- ৮৬০।
[৭৫] - মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল জানায়িয।

মাসআলাঃ ৬৮ = মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর কথা আলোচনা করা চাই। কিন্তু তার দোষ চর্চা করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه النسائي

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের শুধু মাত্র উত্তম দিক গুলিই আলোচনা কর। -নাসায়ী।[৭৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا . رواه النسائي

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মৃতদের গালি দিওনা। কেননা তারা যা করেছিল তার দিকে তারা পৌঁছে গেছে। -নাসায়ী।[৭৭]

মাসআলাঃ ৬৯ = শোকের সময় মৃতের জন্য বিলাপ করা, চিৎকার করে কান্না করা এবং মাতম করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . متفق عليه

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শোকাবস্থায় চেহারায় আঘাত করে, কাপড় ফেঁটে এবং জাহেলী কথা বার্তা বলে সে আমাদের থেকে নয়। - বুখারী, মুসলিম।[৭৮]

মাসআলাঃ ৭০ = যে ঘরে মাতম এবং বিলাপ করার প্রথা আছে, সে ঘরে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে বিলাপ থেকে বাধা না দেয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার যা বিলাপ করা হবে, সব কিছুর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

মাসআলাঃ ৭১ = যদি মৃত ব্যক্তি তার জন্য বিলাপ করার অছিয়াত করে যায়, তা হলেও তাকে বিলাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

[৭৬] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং- ১৮২৭।
[৭৭] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং- ১৮২৮।
[৭৮] - সহীহ বুখারী, হা/নং- ১২১২।

عَنْ الْمُغِيرَةِ بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ : مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ . متفق عليه

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার উপর বিলাপ করা হয়। তার উপর বিলাপের কারণে আযাব হয়। -বুখারী, মুসলিম।[৭৯]

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. متفق عليه

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ মৃতকে তার পরিবারের লোকদের বিলাপের কারণে আযাব দেয়া হয়। -বুখারী, মুসলিম।[৮০]

মাসআলাঃ ৭২ = মৃত্যুর উপর ধৈর্য্য ধারণ করলে তার জন্য জান্নাত।

মাসআলাঃ ৭৩ = প্রতিদান উপযোগী ধৈর্য্য হল তাই, যা বালা-মুছিবতের সাথে সাথে করা হয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ . رواه ابن ماجة

আবু উমামাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি যদি মুছিবতগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথে ছওয়াবের নিয়তে ধৈর্য্য ধারণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতিদানের জন্য জান্নাতকেই পছন্দ করব। -ইবনু মাজাহ।[৮১]

মাসআলাঃ ৭৪ = মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া বৈধ।

মাসআলাঃ ৭৫ = মৃত ব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কান্না করা বা অশ্রু ঝরানো বৈধ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: شَهِدْت بِنْتًا لِلنبي ﷺ تدفن وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عند الْقَبْـــرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ . رواه البخاري

---

[৭৯] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৫৬।

[৮০] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৬৩।

[৮১] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং- ১২৯৮।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ এর এক মেয়ে দাফনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছে বসে আছেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বের হচ্ছিল। -বুখারী।[৮২]

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ . رواه ابن ماجة

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর (রাঃ) নবী কারীম ﷺ কে মৃত্যুর পর চুমা দিলেন। -ইবনু মাজাহ।[৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي ﷺ وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما ، قالت : فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي . رواه أحمد (صحيح)

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ) মৃত্যু বরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি আবুককর এবং উমরের কান্না আলাদা ভাবে চিনি। অথচ আমি আমার কামরায় অবস্থান করি। -আহমদ।[৮৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رضي الله عنها قالت: إن رَسُولُ اللَّه ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وهو يبكي أوقال عيناه تذرفان . رواه الترمذي

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবনে মাযঊনকে মৃত্যুর পর চুমা দিয়েছিলেন। তখন তিনি কান্না করছিলেন অথবা তাঁর দুচোখ থেকে পানি ঝরছিল। -তিরমিযী।[৮৫]

মাসআলাঃ ৭৬ = ধৈর্য্য ধারণ করা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা এবং জান্নাত লাভের কারণ হবে।

---

[৮২] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৫৩।
[৮৩] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং- ১১৯২।
[৮৪] - মুনতাকাল আখবার, ২য় খন্ড, হা/নং- ১৯৩৯।
[৮৫] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খন্ড, হা/নং- ৭৮৮।

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَـــالَ وَاثْنَـــانِ. رواه البخاري

আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ মহিলারা নবী কারীম ﷺ কে বললেন: আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন। অতঃপর তিনি তাদের নছীহত করলেন এবং বললেনঃ যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা সবাই তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে থাকবে। এক জন মহিলা বললঃ যদি দুটি সন্তান মারা যায় তখন? তিনি বললেনঃ দুটি সন্তান মারা গেলে তারাও মহিলাদের জন্য আড়াল হয়ে থাকবে। -বুখারী।[৮৬]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْـــدِ قَـــالَ اللَّـــهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًـــا فِـــي الْجَنَّـــةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. رواه أحمد والترمذي

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল কারীম ﷺ বলেছেনঃ যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করেছ? তারা বলেনঃ হ্যাঁ। তারপর বলেনঃ তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা বলেনঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আমার বান্দা কি বলেছেঃ তারা বলেনঃ আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ পড়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আমার বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং 'বাইতুল হামদ' তথা প্রশংসার ঘর নামে তার নামকরণ কর। -আহমদ, তিরমিযী।[৮৭]

মাসআলাঃ ৭৭ == মু'মিনদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা জান্নাতে যাবে।

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ . رواه البخاري

---

[৮৬] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

[৮৭] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খন্ড, হা/নং- ৮১৪।

বারা (রাঃ) বলেনঃ যখন ইব্রাহীম (রাঃ) মৃত্যু বরণ করলেন তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ জান্নাতে ইব্রাহীমের জন্য দুগ্ধপানকারিনী বিদ্যমান। -বুখারী।[৮৮]

মাসআলাঃ ৭৮ = মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের বিষয়টি আল্লাহর হাতে।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .رواه البخاري

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তারা কি করত তা আল্লাহই ভাল জানেন। -বুখারী।[৮৯]

মাসআলাঃ ৭৯ = মৃত্যুর পরও মু'মিন দম্পতির সম্পর্ক অটল থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . رواه الترمذي

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একদা জিবরীল (আঃ) আয়েশা (রাঃ) এর একটি ছবি সবুজ রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে নবী ﷺ এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ ইনি হলেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী। -তিরমিযী।[৯০]

---

[৮৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৯৫।
[৮৯] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৯৬।
[৯০] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খন্ড, হা/নং- ৩০৪১।

بَابُ التَّعْــــزِيَةِ

শোক প্রকাশের মাসায়েল

মাসআলাঃ ৮০ = শোক প্রকাশ করা সুন্নাত।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من عزي أخاه المؤمن في مصبته كساه الله حلة خضراء يحبرها بها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله ما يحبر؟ قال: يغبط . رواه الخطيب وابن عساكر (حسن)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ মুছিবতে শোক প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সবুজ রংয়ের এমন জোড়া পরাবেন যা দেখে অনেকের ঈর্ষা হবে। -খতীব, ইবনু আসাকির।[৯১]

মাসআলাঃ ৮১ = মৃতের ওয়ারিশদের কাছে শোক প্রকাশ করার জন্য সুন্নাত সম্মত দুআ' হল, নিম্নরূপ।

মাসআলাঃ ৮২ = মৃতের জন্য দুআ' করার সময় নিজের জন্যেও দুআ' করা দরকার।

মাসআলাঃ ৮৩ = মৃতের কাছে বসে ভাল কথা বলা দরকার।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ . رواه مسلم

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ আবু সালামার কাছে আসলেন। তখন আবু সালামার চোখ খোলে গিয়েছিল। নবী কারীম ﷺ আবু ছালামার চোখ বন্ধ করে দিলেন। এবং বললেনঃ যখন রূহ কবজ করা হয় তখন চোখ তার পিছনে যায়। একথা শুনে ঘরের লোকেরা কান্না শুরু করল, তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে ভাল কথা বল। কারণ যা তোমরা বলবে তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। তারপর নবী কারীম ﷺ আবু সালামার জন্য দুআ করে বললেন -হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা কর। হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান

---

[৯১] - আহকামুল জানায়েয - আলবানী পৃঃ ১৬৩।

কর। তার পূর্বসূরীদেরকে রক্ষা কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের সবাইকে এবং মৃতকে ক্ষমা কর। মৃতের কবরকে প্রসস্ত কর এবং তাকে নূর দ্বারা পূর্ণ কর। -মুসলিম।[৯২]

বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করার সময় 'আবুসালামা' র স্থানে মৃতের নাম বলবে।

মাসআলাঃ ৮৪ = যে কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিনের চেয়ে বেশী শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়।

মাসআলাঃ ৮৫ = স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিনের চেয়ে বেশী শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়।

عن أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . متفق عليه

নবী করীম ﷺ এর পবিত্রাত্মা পত্নী উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশী এবং তার স্বামীর উপর চার মাস দশ দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। -বুখারী,মুসলিম।[৯৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ . رواه أبوداؤد والنسائي

আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ জা'ফরের ইন্তেকালের সময় তিন দিন পর্যন্ত লোকজনকে আসা-যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিন দিন পর নবী ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং বললেনঃ আজকের পর আমার ভাইয়ের উপর শোক প্রকাশ করা হবেনা। -আবুদাউদ, নাসায়ী।[৯৪]

---

[৯২] - আহকামুল জানায়েয - আলবানী পৃঃ ১২।

[৯৩] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হা/নং- ৬৫০।

[৯৪] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ৩য় খন্ড, হা/নং- ৪৮২৩।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ .

رواه البخاري

মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রাঃ) বলেনঃ উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) এর ছেলে ইন্তেকাল করল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি ব্যবহার করলেন এবং বললেনঃ আমাদেরকে স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী।[৯৫]

মাসআলাঃ ৮৬ = যে ঘরে কেউ মারা যায়, সে ঘরে খানা তৈরী করে পৌছানো সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ . (رواه ابن ماجة)

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রাঃ) বলেনঃ যখন জা'ফর (রাঃ) এর ইন্তেকালের খবর আসল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনদের জন্য খানা তৈরী করার আদেশ দিলেন এবং বললেনঃ এদের উপর এরূপ দুঃখ এসেছে যে, তারা খানা পাকাতে পারবেনা। -ইবনু মাজা।[৯৬]

মাসআলাঃ ৮৭ = শোক প্রকাশের সময় শোক গাঁথা শ্লোক বলা, চিৎকার করা, কাপড় ফাঁটা এবং বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

عن أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (رواه مسلم فى التشديد في النياحة رقم الحديث ١٥٥٠)

আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি কাজ এরূপ আছে যা লোকেরা ছাড়ছেনা। নিজের বংশের গর্ব, অন্যের বংশের ব্যাপারে তিরস্কার করা, নক্ষত্র থেকে বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসূল ﷺ আরো বলেছেনঃ বিলাপকারী মহিলারা

[৯৫] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

[৯৬] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং- ১৩০৬।

মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে খাঁড়া করে গন্ধকের পায়জামা এবং খুজলীর জামা পরানো হবে। -মুসলিম।[৯৭]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ. متفق عليه

উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমরা যেন বিলাপ না করি। -বুখারী, মুসলিম।[৯৮]

মাসআলাঃ ৮৮ = শোক প্রকাশের সময় চুপে চুপে কান্না করা, অশ্রু ঝরানো বৈধ।

মাসআলাঃ ৮৯ = মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ছোট বড় কোন ধরণের খাবারের (যিয়াফত) আয়োজন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ النِّيَاحَةِ . رواه أحمد وابن ماجة

জরীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ মৃতকে দাফন করার পর তার পরিবারে একত্রিত হওয়া এবং তথায় খানার ইন্তেজাম করাকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভূক্ত করতাম। -আহমদ, ইবনু মাজা।[৯৯]

শোক পালন সংলগ্ন যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. শোক পালনের জন্য হাত তুলে দুআ করা।

২. শোক পালনের জন্য হাত তুলে ফাতেহা করা।

৩. শোক পালনের জন্য যারা আসেন, তাদের পূর্বে থেকে বসে থাকা লোকদেরকে বার বার সম্মিলিতভাবে দুআ'র জন্য অনুরোধ করা।

৪. তিন দিনের অধিক মৃতের ঘরে কিংবা অন্য কোন স্থানে বসার এন্তেজাম করা।

৫. মৃত্যুর পর প্রথম শবে বরাত বা প্রথম ঈদে নতুনভাবে শোক পালনের ব্যবস্থা করা।

---

[৯৭] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম , হা/নং ৪৬৩।

[৯৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হা/নং ৬৬৪।

[৯৯] - সহীহ সুনানু ইবন মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ১৩০৮।

بَـابُ غَسْــلِ الْمَيِّتِ

মৃত কে গোসল দেয়ার মাসায়েল

মাসআলাঃ ৯০ = মৃত কে গোসল দেয়ার পূর্বে ভালভাবে দেখতে হবে, যেন তার পেটে কোন ময়লা থাকলে তা বের হয়ে যায় এবং শরীর ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায়।

মাসআলাঃ ৯১ = নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে কেউ মৃতকে তার কবরে রাখবে।

عن علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله ﷺ فذهبت انظر ما يكون من الميــت فلم ار شيئا وكان طيبا حيا وميتا و ولى دفنه واجنانه دون الناس اربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ ولحد لرسول الله ﷺ لحدا فنصب عليــه اللــبن نصبا. رواه الحاكم والبيهقي (صحيح)

আলী (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে গোসল দেয়ার সময় শরীর মোবারককে তালাশ করে দেখেছি কিন্তু কিছু পাইনি। যেরূপ জীবনে তিনি পবিত্র ও পরিস্কার ছিলেন তদ্রুপ মৃত্যুর পরেও পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন ছিলেন। লোকদের মধ্যে চার জন রাসূল ﷺ এর পবিত্র শরীর কবরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তারা হলেনঃ আলী (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) ফযল (রাঃ) এবং তার মুক্ত দাস ছালেহ (রাঃ)। তাঁরা রাসূল ﷺ কে 'লাহাদ' কবরে রাখেন এবং কাচা ইট রেখে দেন। -হাকেম।[১০০]

মাসআলাঃ ৯২ = মৃতের গোসল অযু দ্বারা শুরু করতে হবে।

মাসআলাঃ ৯৩ = গোসলের জন্য ব্যবহৃত পানিতে কুল পাতা ঢেলে দেয়া সুন্নাত।

মাসআলাঃ ৯৪ = গোসল বেজোড় (তিন, পাঁচ কিংবা সাত) বার দেয়া উত্তম।

মাসআলাঃ ৯৫ = শেষ বারের গোসলের জন্য পানিতে কাপূর দেয়া সুন্নাত।

মাসআলাঃ ৯৬ = মৃত যদি মহিলা হয়, তাহলে গোসলের শেষে মাথার চুলকে তিন ভাগে ভাগ করে খোঁপা করে পিছনে ফেলে দিবে।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَــتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِــكَ بِمَــاءٍ وَسِــدْرٍ

---

[১০০] - আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৪৮।

وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَـــا آذَنَّـــاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ . متفق عليه

উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ যখন আমরা রাসূল আকরাম ﷺ এর কন্যা (যায়নাব (রাঃ) কে গোসল দিচ্ছিলাম, তখন রাসূল আকরাম ﷺ এসে বললেনঃ তিনবার কিংবা পাঁচ বার আর যদি প্রয়োজন মনে কর তার চেয়েও বেশীবার গোসল দাও। আর পানিতে কুলের পাতা দিয়ে দাও। আর যখন তোমরা গোসল দিয়ে দিবে তখন আমাকে বল। সুতরাং গোসল শেষে তারা রাসূল আকরাম ﷺ কে খবর দিল। রাসূল আকরাম ﷺ নিজের লুঙ্গী তাদের কে দিয়ে বললেনঃ এটি তার শরীরে জড়িয়ে দাও। আর এক বর্ণনায় আছে, তাকে বেজোড় সংখ্যায় তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার গোসল দাও। আর ডান দিক থেকে ওযুর অঙ্গ দ্বারা শুরু কর। উম্মে আতিয়্যাহ বলেনঃ আমরা গোসলের পরে তাঁর মাথার চুলকে তিনটি খোঁপা করে পিছনের দিকে ফেলে দিয়েছি। -বুখারী, মুসলিম।[১০১]

মাসআলাঃ ৯৭ = গোসলদাতারা মৃতের মধ্যে অপছন্দ কোন কিছু দেখে তা গোপন রাখলে, আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ". رواه الطبراني

আবু উমামা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল দিল এবং (কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখে তা) গোপন করল, আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর গোণাহসমূহ গোপন করে রাখবেন। -ত্বাবরানী।[১০২]

মাসআলাঃ ৯৮ = মৃত কে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي الْمَيِّتَ . رواه الترمذي

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করবে। আর তাঁকে কাঁধে উঠানোর পর ওযু করবে। -তিরমিযী।[১০৩]

---

[১০১] - মিশকাত, তাহকীক আলবানী প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৬৩৭।
[১০২] - সহীহা ৫ম, খন্ড, হা/ নং ২৩৫৩।
[১০৩] -সহীহ সুনানু তিরমিযি ১ম খন্ড, হা/নং ৭৯১।

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ: « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غـــسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه الحاكم والبيهقي

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা কোন মৃতকে গোসল দিবে তখন তোমাদের উপর গোসল আবশ্যক নয়। কারণ মৃত ব্যক্তি নাপাক নয়। সুতরাং তোমরা হাত ধুয়ে ফেললে হয়ে যাবে। -হাকেম, বায়হাকী।[১০৪]

মাসআলাঃ ৯৯ = শহীদের জন্য গোসল নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : كان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. رواه البخاري

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের মধ্যে দুজনকে এক কাপড়ে জড়িয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ এদুজনের মধ্যে কে বেশী কুরআন মুখস্ত করেছে। লোকেরা কারো দিকে ইঙ্গিত করে বললে, রাসূল ﷺ তাকেই কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেনঃ কিয়ামতের দিন আমি এদের শহীদ হওয়ার স্বাক্ষী দেব। অতঃপর তিনি শহীদদেরকে রক্তসহ দাফন করলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং তাদের জন্য জানাযার নামাযও পড়েননি। -বুখারী।[১০৫]

মাসআলাঃ ১০০ = স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিলে মাকরূহ হবেনা।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَا رَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ. رواه أحمد وابن ماجة

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বাকী (কবরস্থান) থেকে একটি জানাযা পড়ে ঘরে ফিরলেন এবং আমাকে তালাশ করলেন। আমার মাথায় ভীষণ ব্যাথা অনুভব হচ্ছিল আমি বলছিলামঃ হায় আমার মাথা! যেন ফেটে যাবে। তিনি বললেনঃ না। আয়েশা! বরং আমি বলছিঃ হায় আমার মাথা। অতঃপর বললেনঃ যদি তুমি আমার আগে মরে যাও তাহ'লে তোমার জন্য সব কিছু আমি নিজেই করব। তোমাকে গোসল দেব,

[১০৪] - আহকামুল জানায়েয, আলবানী, পৃঃ ৫৩।

[১০৫] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, পৃঃ ৬৭৬।

কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং তোমাকে দাফন করব। -আহমদ, ইবনু মাজা।[১০৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ. رواه ابن ماجة

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে রাসূল ﷺ কে তাঁর স্ত্রীরাই গোসল দিত। -ইবনু মাজাহ।[১০৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوا لَا. رواه في الموطأ

আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বকর (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তাঁকে গোসল দিলেন। তারপর উপস্থিত মুহাজির ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রোযা রেখেছি আর আজকে তো খুব বেশী ঠান্ডার দিন। আমাকে কি গোসল করতে হবে? তারা বললেনঃ না। -মুওয়াত্তা মালেক।[১০৮]

মাসআলাঃ ১০১ = মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ . رواه مسلم

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সতর দেখবেনা এবং কোন নারী অন্য নারীর সতর দেখবে না। -মুসলিম, কিতাবুল গোসল, নারী-পুরুষের সতর দেখা নিষিদ্ধ অধ্যায়।[১০৯]

---

[১০৬] - সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, ২য় খন্ড, হাদীস নং ১১৯৮।
[১০৭] - সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, ২য় খন্ড, হাদীস নং ১১৯৬।
[১০৮] - মুওয়াত্তা মালেক, কিতাবুল জানায়িয, মৃতের গোসল অধ্যায়।
[১০৯] - মুসলিম, কিতাবুল গোসল।

মাসআলাঃ ১০৮ = শহীদের জন্য কাফনও নেই গোসলও নেই। বরং যে অবস্থাতে শহীদ হয়েছেন সেই অবস্থাতেই এবং পরিহীত কাপড়েই তাকে দাফন করবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . رواه أبوداؤد (حسن)

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেনঃ ওহুদের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে রক্তসহ দাফন করা হয়েছে এবং তাদের উপর জানাযার ছালাতও পড়া হয়নি। -আবুদাউদ।[১১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ. متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার জান রয়েছে যাকে আল্লাহর রাস্তায় আঘাত দেয়া হবে, -আল্লাহ তাআ'লা ভাল জানেন, কাকে তাঁর রাস্তায় আঘাত দেয়া হয়েছে- সে কিয়ামতের দিন যখন আসবে তখন তার আঘাত থেকে তাজা রক্ত বের হবে এবং তার শরীর থেকে মিশকের সুগন্ধি বের হবে। বুখারী, মুসলিম।[১১৪]

মাসআলাঃ ১০৯ = মৃত বেশী এবং কাফন কম হলে এক কাফনে একাধিক মৃত দাফন করা যায়।

বিঃদ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১১০ = ইহরাম পরাবস্থায় কেউ মৃত্যু বরণ করলে, তাকে ইহরামের কাপড়েই দাফন করতে হবে।

মাসআলাঃ ১১১ = মুহরিম তথা ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি এবং শহীদ ব্যতীত অন্য সকল মৃতকে গোসল এবং কাফন পরানোর পর সুগন্ধি লাগানো বৈধ।

---

[১১৩] - সহীহ সুনানু আবি দাউদ, ২য় খন্ড, হা/ নং ২৬৮৮।
[১১৪] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ১২১৩।

باب التكفين

কাফনের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১০২ = জীবদ্দশায় মৃতের যে অভিভাবক ছিল, কাফন তৈরী করা তারই দায়িত্ব।

মাসআলাঃ ১০৩ = পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উত্তম কাপড় দ্বারা কাফন তৈরী করবে।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ . رواه ابن ماجة والترمذي

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মৃতের অভিভাবক যেন তার মৃত ভাইয়ের কাফন ভাল করে দেয়। -ইবনু মাজাহ, তিরমিযী।[১১০]

মাসআলাঃ ১০৪ = কোন মুখাপেক্ষী ও অসহায় মৃতের কাফনের ব্যবস্থাকারীকে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সুন্দুস এর পোশাক পরাবেন।

মাসআলাঃ ১০৫ = পুরুষদের কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া সুন্নাত।

মাসআলাঃ ১০৬ = কাফনের জন্য সাদা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম।

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কে তিনটি সাদা ইয়ামানী চাদর দ্বারা কাপন পরানো হয়েছে। যা 'সাহুল' নামক স্থানে রুই দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। যাতে কামীছও ছিলনা এবং পাগড়ীও ছিলনা। -বুখারী, মুসলিম।[১১১]

মাসআলাঃ ১০৭ = মহিলাদের কাফনে পাঁচটি কাপড় ব্যবহার করা হয়।

وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ . رواه البخاري

হাসান বছরী (রাহঃ) বলেনঃ মহীলাদের কাফনে পঞ্চম কাপড় হল, যা কামীছের নীচে থাকে। তা দ্বারা মহিলাদের সতর এবং উরু বন্ধ করে দেয়া হয়। -বুখারী।[১১২]

---

[১১০] - সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/ নং ১২০২।
[১১১] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ৬৭৩।
[১১২] - মুন্তাকাল আখবার, ১ম খন্ড, হা/ নং ১৮০৪।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا. رواه النسائي (حسن)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মুহরিম (ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি) কে তার সেই দুই কাপড়েই কাফন পরাতে হবে, যাতে সে ইহরাম পরিধান করেছে এবং তাকে কুলের পাতা দ্বারা জোশ দেওয়া পানিতে গোসল দিবে এবং ইহরামের দুই কাপড়েই কাফন পরাবে। তাকে সুগন্ধি লাগাবেনা এবং তার মাথা ঢাকবেনা। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে ইহরাম পরিহীত অবস্থায় উঠানো হবে। -নাসায়ী।[১১৫]

মাসআলাঃ ১১২ = কোন নবী, অলী কিংবা বুযর্গ ব্যক্তির পোষাকের কাফন মৃতকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবেনা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللّٰهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ } فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ } فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ . رواه الترمذي (صحيح)

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেল, তখন তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে আসলেন এবং বললেনঃ আপনার কামীছটা আমাকে দেন তাতে আমি আমার পিতাকে কাফন পরাব। আপনি তার জন্য দুআ করেন এবং তার জানাযার নামায পড়ান। রাসূল ﷺ তাকে কামীছ দান করলেন এবং বললেনঃ যখন তোমরা প্রস্তুত হবে তখন আমাকে খবর কর। তারপর যখন তিনি জানাযা পড়ানোর ইচ্ছা করলেন তখন উমর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আমাকে দুটি বিষয়ে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমার ইচ্ছা হলে ইস্তিগফার করব অথবা করবনা। (সুতরাং আমি জানাযার ছলাত আদায় করতে চাই) তারপর তিনি তার জানাযার ছলাত আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন- 'আপনি

---

[১১৫] -.সহীহ নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং ১৭৯৬।

তাদের কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়বেন না এবং তাদের কবরে দাঁড়াবেন না'। তখন থেকে রাসূল ﷺ তাদের জানাযা পড়া বাদ দিলেন। -তিরমিযী।[১১৬]

মাসআলাঃ ১১৩ = কাফন তৈরী, কবর খনন এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক মৃতের সম্পদ থেকে আদায় করা জায়েয। তারপর তার কর্য আদায় করা চাই। তারপর তার ওছিয়্যাত পূর্ণ করা চাই।

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ . رواه البخاري

ইব্রাহীম (রহঃ) বলেনঃ (মৃতের সম্পদ থেকে) সর্ব প্রথম তার কাফনের ব্যবস্থা করবে। তারপর কর্য আদায় করবে। তারপর তার অছিয়্যাত পূর্ণ করবে। সুফিয়ান (রহঃ) বলেনঃ কবর খনন করা এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক কাফনের অন্তর্ভূক্ত। -বুখারী।[১১৭]

কাফন সংলগ্ন যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. কাফনের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা তায়্যিবা, আহাদ নামা, কুরআনের কোন আয়াত কিংবা আহলে বাইতের কারো নাম ইত্যাদি লেখা।

২. আলাদা কাপড়ের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা তায়্যিবা, আহাদ নামা, কুরআনের কোন আয়াত কিংবা আহলে বাইতের কারো নাম ইত্যাদি লিখে মৃতের বক্ষের উপর রাখা।

৩. যমযমের পানি দ্বারা কাফনের কাপড় ধোয়া।

৪. বুযর্গ ব্যক্তির পোষাক দিয়ে কাফন তৈরী করা।

৫. উল্লেখিত যে কোন একটি নিয়মের উপর আমল করলে শাস্তি কম হবে বলে মনে করা বা আকীদা পোষণ করা ।

৬. ছোট বাচ্চাদেরকে কাপনের পরিবর্তে নতুন কাপড় পরানোর পর তার মধ্যে দাফন করা।

৭. বর-কনের এক সাথে মৃত্যু হলে তাদেরকে কাফনের পরিবর্তে শাদীর জোড়ায় কিংবা মাথায় টোপর পরিয়ে দাফন করা।

[১১৬] - সহীহ তিরমিযী, ৩য় খন্ড, হা/নং ২৪৭৪।
[১১৭] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ এক মুসলিমের উপর অন্যের অধিকার রয়েছে পাঁচটি। সালামের উত্তর দেয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। -বুখারী, মুসলিম।[১২০]

মাসআলাঃ ১১৬ = মহিলাদের জন্য জানাযার সাথে না যাওয়া উত্তম।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . رواه البخاري

উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ আমাদেরকে জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তাকিদ করা হয়নি। -বুখারী।[১২১]

মাসআলাঃ ১১৭ = যেই জানাযার সাথে অবৈধ কোন বস্তু থাকে, তার সাথে যাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ১১৮ = জানাযার সাথে সুগন্ধি বা আগুন নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ১১৯ = জানাযার সাথে উচ্চস্বরে কালিমা তায়্যিবার যিকির করা অথবা কুরআনের আয়াত পাঠ করা নিষিদ্ধ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ . رواه أحمد وابن ماجة

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ সেই জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করেছেন যার সাথে বিলাপকারী ও শোক পালনকারী কোন মহিলা থাকে। -আহমদ, ইবনু মাজা।[১২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ . رواه أحمد وأبوداؤد

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ জানাযার সাথে আগুন এবং উচু স্বর যেন না নেয়া হয়। -আহমদ, আবুদাউদ।[১২৩]

[১২০] - সহীহুল জামে', হা/নং- ৩১৪৫।
[১২১] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ৬৪৯।
[১২২] - আহকামুল জানায়িয, হা/নং ৭০।
[১২৩] - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ নং ৭০।

بَابُ الجَنَازَةِ

জানাযার মাসায়েল

মাসআলাঃ ১১৪ = জানাযা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ জানাযাকে যথা শীঘ্র নিয়ে যাও। যদি সে সৎ হয়, তাহলে তাকে ভালর দিকে অগ্রণী করলে। আর যদি পাপী হয়, তাহলে তোমাদের কাঁধ থেকে একটি খারাপের বুঝা রেখে দিলে। -বুখারী, মুসলিম।[১১৮]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَـــازَةُ وَاحْتَمَلَهَـــا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَـــتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَـــعِقَ . رواه البخاري

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যখন জানাযা রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে কাঁধে নিয়ে নেয়, তখন যদি ভাল হয়, তাহলে বলেঃ 'আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়ে দাও'। আর যদি ভাল না হয়, তাহলে বলেঃ 'হায় আফসোস! এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে'। মানুষ ব্যতীত সকলে তার শব্দ শুনতে পায়। যদি মানুষ শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে যেত। -বুখারী।[১১৯]

মাসআলাঃ ১১৫ = জানাযার সাথে সাথে যাওয়া এক মুসলিমের উপর অন্যের অধিকার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْـسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ . متفـــق عليه

[১১৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ৬৬৯।
[১১৯] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ৬৬৮।

عن قيس بن عباد ﷺ قال كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عنـــد الجنائز. رواه البيهقي

কাইস ইবনু আব্বাদ (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ এর ছাহাবীগণ জানাযার সাথে উঁচু স্বর করা অপছন্দ করতেন। -বায়হাকী।[১২৪]

মাসআলাঃ ১২০ = জানাযার সাথে যাওয়ার সময় সামনে, পিছনে, ডানে, বামে চলতে পারে। তবে পিছনে চলা উত্তম।

মাসআলাঃ ১২১ = জানাযার সাথে সাওয়ারীর উপর আরোহন করে যাওয়া যায়। কিন্তু আরোহীকে জানাযার পিছনে চলা চাই।

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ إن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِـــي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا. رواه أبوداؤد

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ আরোহনকারী জানাযার পিছনে থাকবে। আর পায়ে হেঁটে অংশ গ্রহণকারীরা জানাযার কাছে থেকে তার আগে পীছে, ডানে বামে চলতে পারে। -আবুদাউদ।[১২৫]

عن علي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ان المشي خلفها أفضل من المشي امامهـــا. رواه أحمد والبيهقي

আলী (রাঃ) বলেনঃ জানাযার আগে যাওয়ার চেয়ে তার পিছনে চলা অধিক উত্তম। -আহমদ, বায়হাকী।[১২৬]

মাসআলাঃ ১২২ = যতক্ষণ জানাযা যমিনের উপর রাখা হবেনা, ততক্ষণ বসা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ . متفق عليه

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে, সে ততক্ষণ বসবেনা যতক্ষণ জানাযাকে নীচে রাখা হবে না। -বুখারী, মুসলিম।[১২৭]

[১২৪] - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ৭০-৭১।
[১২৫] - সহীহ সুনান আবিদাউদ ২য় খন্ড, হাদীস নং ২৭২৩।
[১২৬] - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ৭৪।

মাসআলাঃ ১২৩ = জানাযা বহন করার পর অযু করা মুস্তাহাব।

বিঃদ্রঃ হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ৯৮।

জানাযা সংলগ্ন যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. জানাযার উপর ফুল অর্পন করা অথবা সাজ-সজ্জার কোন বস্তু রাখা।

২. জানাযার উপর বিভিন্ন নকশা দ্বারা সজ্জিত চাদর রাখা।

৩. সবুজ রঙের চাদরের উপর কালিমা তায়্যিবা অথবা কুরআনের কোন আয়াত লিখে জানাযার উপর রেখে দেয়া।

৪. ঘর থেকে জানাযা বের করার সময় গুরুত্ব সহকারে ছদকা-খায়রাত করা।

৫. জানাযা কে নিয়ে বুযর্গ ব্যক্তির কবর তাওয়াফ করানো।

৬. নেককার লোকের জানাযা ভারী হয় এবং পাপীর জানাযা হালকা হয় বলে আকীদা পোষণ করা।

৭. জানাযা কে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঘরে কুরআনের আড়াই পারা তেলাওয়াত করা।

[১২৭] – বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

بَابُ صَلَاةِ الجَنَازَةِ

জানাযার নামাযের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১২৪ = জানাযার ছলাত আদায়ের ফযীলত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. رواه البخارى.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযায় শারীক হবে এবং ছলাত আদায় করবে সে এক কীরাত ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে সে দুই কীরাত পাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুই কীরাত অর্থ কি? উত্তরে বললেন, দুই কীরাত অর্থ বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান ছওয়াব পাবে। -বুখারী।[১২৮]

মাসআলাঃ ১২৫ = জানাযার ছলাতে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর আছে, রুকূ-সাজদাহ নেই।

মাসআলাঃ ১২৬ = গায়েবী জানাযার ছলাত আদায় করা জায়েয।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. متفق عليه.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুর খবর সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন সে ইন্তেকাল করেছেন। তারপর ছাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গমন করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে কাতারবন্দি করলেন এবং চারটি তাকবীর বলে জানাযার ছলাত আদায় করলেন। -বুখারী।[১২৯]

মাসআলাঃ ১২৭ = প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه الترمذى وأبوداود وإبن ماجة. (صحيح)

---

[১২৮] - বুখারী, কিতাবুল জানায়েয।

[১২৯] - মুখতাছার সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/নং-৬৩৮।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জানাযার ছলাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন। -তিরমিযী, আবূ দাউদ।[১৩০]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواه البخاري

ত্বালহা (রাঃ) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এর পিছে জানাযার ছলাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন তারপর বললেন, স্মরণ রাখ, এটি সুন্নাত। -বুখারী।[১৩১]

মাসআলাঃ ১২৮ = প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দু'আ এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

মাসআলাঃ ১২৯ = জানাযার ছলাতে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে কিরাআত পড়া জায়েয।

মাসআলাঃ ১৩০ = সূরা ফাতিহার পর কুরআন মাজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোও জায়েয।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ إنما جَهَرت لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواه البخاري وأبو داوٗد والنسائى والترمذى. (صحيح)

ত্বালহা ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের পিছনে জানাযার ছলাত আদায় করেছি তিনি সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চঃস্বরে পড়েছেন যা আমরাও শুনেছি। যখন ছলাত শেষ করলেন, তখন আমি তাঁর হাত ধরে কিরাত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি উচ্চঃস্বরে এজন্যই কিরাত পড়েছি যেন তোমরা জানতে পার যে, এটি সুন্নাত। -বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী।[১৩২]

عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعى. (صحيح)

---

[১৩০] - সহীহু সুনানি আবি দাউদ- ১ম খণ্ড, হাঃ ১২১৫।
[১৩১] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হা/ নং ৬৭৩।
[১৩২] - আহকামুল জানায়িয- শায়খ আলবানী ঃ পৃঃ ১১৯।

আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, জানাযার ছলাতে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর ইখলাসের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা, উচ্চঃস্বরে কিছু না পড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত। -শাফিঈ।[১৩৩]

মাসআলাঃ ১৩১ = দরূদের পর তৃতীয় তাকবীরে নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দু'আ পড়া দরকার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. (صحيح)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার ছলাতে এই দু'আ পড়তেন- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। -আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।[১৩৪]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. رواه مسلم

[১৩৩] - মুসনাদুশ শাফিঈ- ১ম খন্ড, হাঃ ৫৮১।

[১৩৪] - সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ- ১ম খণ্ড, হাঃ ১২১৭, মিশকাত- হাঃ ১৬৮৫।

'আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ এক জানাযার ছলাত আদায় করছিলেন, তাতে যে দু'আটি পড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দু'আ হল এই, হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে ক্বরের আ'যাব এবং জাহান্নামের আ'যাব হতে বাঁচাও। আওফ (রাঃ) বলেন, এই দু'আ শুনে আমার আকাঙ্খা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত ব্যক্তি। -মুসলিম।[১৩৫]

মাসআলাঃ ১৩২ = ছোট শিশুর জানাযার ছলাতে নিম্ন দু'আ পড়া সুন্নাত।

صلى الْحَسَنُ ﷺ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا. رواه البخارى تعليقا

হাসান (রাঃ) এক শিশুর জানাযার ছলাত আদায় করেছেন তথায় তিনি সূরা ফাতিহার পর এই দু'আ পড়েছেন- হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং ছওয়াবের ওসীলা বানাও। -বুখারী।[১৩৬]

মাসআলাঃ ১৩৩ = জানাযার ছলাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথার বরাবর এবং মহিলাদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো উচিত।

মাসআলাঃ ১৩৪ = জানাযার ছলাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মহিলাদের বক্ষের বরাবর দাঁড়ানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيءَ بِجِنَازَةِ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ احْفَظُوا. رواه ابن ماجة. (صحيح)

---

[১৩৫] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, পৃঃ ৪৭৭।
[১৩৬] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

গালিব হান্নাথ (রাঃ) বলেন, আমাদের সামনে একদা আনাস (রাঃ) এক পুরুষের জানাযার ছলাত আদায় করলেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাঁড়ালেন, তারপর আর একটি মহিলার জানাযার ছলাত আদায় করলেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে তখন 'আলা ইবনু যিয়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের জায়গা পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হামযাহ! রসূল ﷺ -ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় এভাবে দাঁড়াতেন? আনাস (রাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এভাবে দাঁড়াতেন। -আহমাদ, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ।[১৩৭]

মাসআলাঃ ১৩৫ = জানাযার ছলাতের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠানো চাই।

عن إبن عمر رضى الله عنهما أنه كان يرفع يديه فى جميع تكبيرات الجنازة. رواه البخارى

'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) জানাযার ছলাতের সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন। -বুখারী- তা'লীক।

মাসআলাঃ ১৩৬ = জানাযার ছলাতে উভয় হাত বক্ষে বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاوُسٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. رواه أبو داود (صحيح)

ত্বাউস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছলাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে বক্ষে বাঁধতেন। -আবূ দাউদ।[১৩৮]

মাসআলাঃ ১৩৭ = জানাযার ছলাত এক সালাম দিয়ে শেষ করাও জায়েয।

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. رواه الدرقطني والحاكم والبيهقى. (حسن)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার ছলাত আদায় করলেন। -দারাকুতনী, হাকিম।[১৩৯]

মাসআলাঃ ১৩৮ = লোকজনের সংখ্যা দেখে কম-বেশী কাতার বানাতে হবে।

মাসআলাঃ ১৩৯ = জানাযার ছলাতের জন্য কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

[১৩৭] - সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ- ১ম খণ্ড, হাঃ ১২১৪।
[১৩৮] - সহীহু সুনানি আবি দাউদ- ১ম খণ্ড, হাঃ ৬৮৭।
[১৩৯] - আহকামুল জানায়িয- শায়খ আলবানী ঃ পৃঃ ১২৮।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. رواه البخارى.

জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আজ আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, চল তার জন্য জানাযার ছলাত আদায় করি। জাবির বলেন, আমরা কাতারবন্দী হলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ ছলাত আদায় করলেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম। -বুখারী।[১৪০]

মাসআলাঃ ১৪০ = যে তাওহীদবাদী মুত্তাকী ব্যক্তির জানাযায় চল্লিশ জন তাওহীদবাদী ও নেককার লোক শরীক হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাসআলাঃ ১৪১ = মাসজিদে জানাযার ছলাত আদায় করা জায়েয।

মাসআলাঃ ১৪২ = মহিলারা মসজিদে জানাযার ছলাত আদায় করতে পারে।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رواه مسلم.

আবূ সালামাহ বলেছেন ঃ যখন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন, তখন 'আয়েশাহ বললেন, জানাযা মাসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন পড়তে পারি। লোকজন তা খারাপ মনে করলেন, তখন 'আয়েশাহ বললেন, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ 'বয়দা'-এর দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মাসজিদে পড়েছেন। -মুসলিম।[১৪১]

মাসআলাঃ ১৪৩ = ক্বরবস্থানে জানাযা পড়া নিষিদ্ধ।

عن أنس بن مالك ﷺ أن النبى ﷺ نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. رواه الطبرانى. (حسن)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ আমাদেরকে ক্বরবস্থানে জানাযার ছলাত আদায় থেকে নিষেধ করেছেন। -তাবারানী।[১৪২]

মাসআলাঃ ১৪৪ = ক্বরবস্থান থেকে পৃথক ক্বরের উপর জানাযা পড়া জায়েয।

---

[১৪০] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।
[১৪১] - মুখতাছারু মুসলিম, হা/নং- ৪৮৩।
[১৪২] - আহকামুল জানায়িয- শায়খ আলবানী ঃ পৃঃ ১০৮।

মাসআলাঃ ১৪৫ = লাশ দাফন করার পর ক্ববরের উপর জানাযা পড়া জায়েয।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. متفق عليه.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক নতুন ক্ববর দিয়ে গমন করলেন এবং সে ক্ববরের উপর ছলাত আদায় করলেন, ছাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ)ও তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে ছলাত আদায় করলেন। রসূল ﷺ সে জানাযার ছলাতে চার তাকবীর বললেন। -বুখারী, মুসলিম।[১৪৩]

মাসআলাঃ ১৪৬ = একাধিক লাশের উপর একবার ছলাত আদায়ও জায়েয।

মাসআলাঃ ১৪৭ = একাধিক লাশের মধ্যে মহিলা পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার লাশ কিবলার দিকে করা চাই।

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. رواه مالك.

ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত। উসমান, ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) মহিলা-পুরুষদের উপর এক সাথে জানাযার ছলাত আদায় করতেন। পুরুষদেরকে ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কিবলার দিকে করে রাখতেন। -মালিক।[১৪৪]

মাসআলাঃ ১৪৮ = শহীদের জানাযার ছলাত বিলম্বে পড়া যেতে পারে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . رواه البخاري

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের মধ্যে দুজনকে এক কাপড়ে জড়িয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ এদুজনের মধ্যে কে বেশী কুরআন মুখস্ত করেছে। লোকেরা কারো দিকে ইঙ্গিত করে বললে, রাসূল ﷺ তাকেই কবরে আগে

---

[১৪৩] - মুনতাকাল আখবার, হা/নং- ১৮২৬।

[১৪৪] - মুওয়াত্ত্বা মালিক- পৃঃ ১৫৩।

রাখতেন এবং বলতেনঃ কিয়ামতের দিন আমি এদের শহীদ হওয়ার স্বাক্ষী দেব। অতঃপর তিনি শহীদদেরকে রক্তসহ দাফন করলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং তাদের জন্য জানাযার নামাযও পড়েননি। -বুখারী।[১৪৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ . رواه البخاري

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ একদা বের হলেন এবং উহুদবাসীদের উপর সেভাবে ছলাত পড়লেন যেভাবে তিনি মৃতের উপর ছলাত পড়তেন। -বুখারী।[১৪৬]

মাসআলাঃ ১৪৯ = রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছলাত পড়েন নি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد .

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে কেঁচী দ্বারা আত্মহত্যা করেছে। তিনি তার জানাযা পড়ালেন না। -আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ।[১৪৭]

মাসআলাঃ ১৫০ = রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযার ছলাত প্রথমে পুরুষেরা, তারপর মহিলারা, তারপর বাচ্চারা ইমাম ব্যতীত পড়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّـــى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَـــدٌ . رواه ابن ماجة.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ লোকেরা রাসূল ﷺ এর উপর জানাযা পড়ার জন্য পৃথক পৃথক হিসেবে প্রবেশ করল এবং জানাযা আদায় করল। যখন তারা ফারেগ হল, তখন মহিলাদেরকে প্রবেশ করানো হল। যখন তারাও ফারেগ হল, তখন বাচ্চাদেরকে

---

[১৪৫] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, পৃঃ ৬৭৬।
[১৪৬] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।
[১৪৭] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং- ৪৮০।

প্রবেশ করানো হল। রাসূল ﷺ এর জানাযার ছলাতে কেউ ইমামত করেন নি। - ইবনুমাজাহ।[১৪৮]

মাসআলাঃ ১৫১ = তিনটি সময়ে জানাযার ছলাত পড়া নিষিদ্ধ।

বিঃদ্রঃ হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ১৭২।

মাসআলাঃ ১৫২ = জানাযার ছলাতের পূর্বে আযান দেয়া কিংবা ইকামত বলা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

মাসআলাঃ ১৫৩ = জানাযার ছলাত পড়ার পর কাতারে বসে সম্মিলিতভাবে দুআ করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

---

[১৪৮] - মুনতাকাল আখবার, হা/নং- ১৮১০।

بـــاب التـــــدفين

দাফনের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১৫৪ = জানাযার ছলাতের পর দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ফযীলত।

বিঃ দ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১২৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১৫৫ = লাহাদ (অর্থাৎ একপাশ খনন করে কবর তৈরী করা) নিয়মে কবর তৈরী করা উত্তম।

মাসআলাঃ ১৫৬ = কবরে কাঁচা ইট ব্যবহার করা চাই।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . رواه مسلم

আমির ইনবু সাআদ ইবনে আবিওয়াক্কাস (রাঃ) বলেনঃ সা'আদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর অসুস্থতায় আমাকে বলেছিলেন যে, আমার জন্য লাহাদ কবর বানাও এবং কাঁচা ইট ব্যবহার কর। যেরূপ রাসূল ﷺ এর জন্য লাহাদ কবর বানানো হয়েছিল এবং তাঁর কবরে কাঁচা ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। মুসলিম।[১৪৯]

মাসআলাঃ ১৫৭ = কবর প্রশস্ত, গভীর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

মাসআলাঃ ১৫৮ = প্রয়োজনে এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করতে পারবে।

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد والنسائي

হিশাম ইবনু আমের (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ ওহুদের দিন বলেছিলেনঃ কবরকে গভীর, প্রশস্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বানাও এবং এক কবরে দুইজন তিনজন করে দাফন কর। যার কাছে কুরআন মজীদ বেশী মুখস্থ আছে, তাকে প্রথমে কবরে রাখ। - আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।[১৫০]

মাসআলাঃ ১৫৯ = লাশকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখা সুন্নাত।

---

১৪৯ - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং ৪৮৩।

১৫০ - মিশকাত ১ম খন্ড, হা/নং ১৭০৩।

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ. رواه أبوداؤد

আবু ইসহাক (রাঃ) বলেনঃ হারেছ (রাঃ) অছিয়্যত করেছেন যেন আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ তাঁর জানাযার ছলাত পড়ান। তিনি তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর পায়ের দিক দিয়ে তাঁকে কবরে রাখলেন এবং বললেনঃ এটিই সুন্নাত। -আবুদাউদ।[১৫১]

মাসআলাঃ ১৬০ = অতি নিকটাত্মীয় কাউকে কবরে নামা উচিত।

বিঃ দ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১৬১ = স্বামী তার স্ত্রীর লাশ কবরে রাখতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১০০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১৬২ = কবরে লাশ রাখার সময় এই দুআ পড়া সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَـى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ وفي رواية وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ .رواه أحمد والترمذي وابن ماجة

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ যখন কোন মৃতকে কবরে রাখতেন তখন এই দুআ বলতেনঃ ***"বিসমিল্লাহি ওয়া অ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"*** অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ এর মিল্লাত তথা তরীকা ও পদ্ধতির উপর আমি একে কবরে রাখছি। অন্য এক বর্ণনায় 'মিল্লাত' শব্দের পরিবর্তে 'সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ' শব্দ আছে। -আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।[১৫২]

মাসআলাঃ ১৬৩ = কবরে তিন মোট মাটি ঢালা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. رواه ابن ماجة

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এক মৃতের জানাযার ছলাত আদায় করে তার কবরে তাশরীফ আনলেন এবং মাথার দিক থেকে তিন মুষ্টি মাটি কবরে দিলেন। -ইবনু মাজা।[১৫৩]

মাসআলাঃ ১৬৪ = কবরের ধরণ উটের কুজের মত হওয়া দরকার।

---

[১৫১] - সহীহ সূনান আবুদাউদ, ২য় খন্ড, হা/নং ২৭৫০।

[১৫২] - সহীহ সুনান ইবনি মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং ১২৬০।

[১৫৩] - সহীহ সুনান ইবনু মাজা হাদীস নং ১২৭১।

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا. رواه البخاري

সুফিয়ান আত্ তাম্মার (রাঃ) বলেনঃ যে, তিনি রাসূল ﷺ এর কবরকে দেখেছেন উটের কুজের ন্যায়। -বুখারী।[১৫৪]

মাসআলাঃ ১৬৫ = জমি থেকে কবরের উচ্চতা এক বিঘতের বেশী না হওয়া দরকার।

عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. رواه أبوداؤد والحاكم

কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রাঃ) বলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললামঃ আম্মাজান! আমাকে রাসূল ﷺ, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) এর কবর দেখান। তিনি আমাকে তিনটি কবর দেখালেন। কবর গুলি বেশী উঁচু ও ছিলনা এবং যমীনের সমানও ছিলনা। আর আশে-পাশে কিছু লাল কঙ্কর পড়া ছিল। -আবুদাউদ, হাকেম।[১৫৫]

عن صالح بن أبي صالح ﷺ قال : رأيت قبر رسول الله ﷺ شبرا أو نحو شبر . رواه أبوداؤد

ছালেহ ইবনু আবি ছালিহ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর কবরকে বিগত সমান উঁচু দেখেছি। -আবুদাউদ।[১৫৬]

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والترمذي

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রহঃ) বলেনঃ আলী (রাঃ) আমাকে বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজের আদেশ দিবনা। যার আদেশ আমাকে রাসূল ﷺ দিয়েছেন।

---

১৫৪ - কিতাবুল জানায়েয, নবী (ছাঃ) এর কবর অধ্যায়।

১৫৫ - আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৪।

১৫৬ - আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ১৫৪।

তাহল প্রত্যেক ভাস্কর্যকে যেন ধ্বংস করে দেই এবং প্রত্যেক উঁচু কবরকে সমান করে দেই। -আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী।[১৫৭]

মাসআলাঃ ১৬৬ = কবর কে উঁচু করা, পাকা করা অথবা কবরের উপর মাজার স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ১৬৭ = কবরের উপর নাম, মৃত্যু তারিখ অথবা অন্য কোন কিছু লেখা অবৈধ।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ عَلَيْهِ . روه النسائي

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কবর নির্মাণ করতে, তা উঁচু করতে এবং তা পাকা করতে নিষেধ করেছেন। -নাসায়ী।[১৫৮]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (ছাঃ) কবরকে পাকা করা, কবরে বসা এবং কবরে ঘর নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। -মুসলিম।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ. رواه الترمذي

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কবরকে পাকা করা, কবরে লেখা, কবরে ঘর নির্মাণ করা এবং কবরকে অসম্মান করা থেকে নিষেধ করেছেন। -তিরমিযী।[১৫৯]

মাসআলাঃ ১৬৮ = কবরের উপর নিদর্শন স্বরূপ পাথর ইত্যাদি রাখা জায়েয।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ . رواه ابن ماجة

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ উসমান ইবনু মাযউন এর কররের উপর নিদর্শন হিসেবে একটি পাথর রেখেছিলেন। -ইবনু মাজাহ।[১৬০]

---

[১৫৭] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং ৪৮৮।

[১৫৮] - সহীহ সুনান নাসায়ী, হা/নং ১৯১৬।

[১৫৯] - সহীহ তিরমিযী, হা/নং ৮৪১।

[১৬০] - সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ হা/নং ১২৬৭।

মাসআলাঃ ১৬৯ = কবর তৈরী করার পর পানি ছিটকানো জায়েয।

عن جابر ﷺ قال رش على قبر النبي ﷺ الماء رشا قال وكان الذي رش المـــاء على قبره بلال بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه من شقه الايمن حتى انتهى إلى رجليه. رواه البيهقي

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এর কবরে পানি ছিটানো হয়েছে আর যিনি পানি ছিঁটেছেন তিনি হলেন বেলাল ইবনু রাবাহ (রাঃ)। তিনি একটি 'মশকে' করে মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়েছেন। -বায়হাকী।[১৬১]

মাসআলাঃ ১৭০ = রাত্রে দাফন করা জায়েয।

মাসআলাঃ ১৭১ = দাফনের পরেও জানাযার ছলাত আদায় করা যায়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ . رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তিকে রাত্রে দাফন করার পর রাসূল ﷺ তার জানাযার নামায পড়েছেন। -বুখারী।[১৬২]

মাসআলাঃ ১৭২ = তিনটি সময়ে জানাযার ছলাত পড়া এবং লাশ দাফন করা নিষিদ্ধ।

عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ﷺ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. رواه مسلم

উকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেনঃ তিন সময়ে রাসূল ﷺ আমামাদেরকে নামায পড়া এবং মৃতকে দাফন করা থেকে নিষেধ করতেন। (১) যখন সূর্য্য উদয় হয়। (২) যখন সূর্য্য স্থির হয়। (৩) যখন সূর্য্য অস্থ যায়। -মুসলিম।[১৬৩]

মাসআলাঃ ১৭৩ = দাফনের সময় কোন আলেমে দ্বীনকে মানুষের পাশে বসে তাদেরকে আখরাতের চিন্তা-ভাবনা শিক্ষা দেয়া দরকার।

---

[১৬১] - মিশকাত, প্রথম খন্ড হা/নং ১৭১০।

[১৬২] - কিতাবুল জানায়েয, রাত্রে দাফন অধ্যায়।

[১৬৩] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং ২১৯।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْـــصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَـــذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. رواه أبوداؤد والنسائي وابن ماجة

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেনঃ আমরা একজন আনসারী ছাহাবীর জানাযার জন্য নবী কারীম ﷺ এর সাথে কবর পর্যন্ত আসলাম। মৃত ব্যক্তিকে এখনো দাফন করা হয়নি। রাসূল ﷺ বসে পড়লেন আমরাও তাঁর সাথে বসলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূল ﷺ এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল। যা দ্বারা তিনি মাটিতে দাগ দিচ্ছিলেন। নবী ﷺ মাথা মোবারক উপরে উঠালেন এবং বললেনঃ আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। -আবুদাউদ, নাসায়ী।[১৬৪]

মাসআলাঃ ১৭৪ = দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্নোত্তর করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَـــانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَـــذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّـــدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُولَانِ نَـــمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّـــكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَـــا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. رواه الترمذي

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যখন মৃতকে দাফন করা হয়। তখন তার কাছে দুজন কাল এবং নীল রঙের ফেরেশতা আসেন। তাদের থেকে একজনের নাম হল মুনকার, আর এক জনের নাম হল নাকীর। তাঁরা বলেনঃ তুমি এই ব্যক্তি ﷺ এর ব্যাপারে কি বলতে? সে তাই বলবে যা পৃথিবীতে বলত। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য

[১৬৪] - আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৬।

মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। উভয় ফেরেশতা উত্তরে বলবেঃ আমরা জানতাম যে তুমি এই উত্তর দিবে। তারপর তার কবরকে ৭০ X ৭০ প্রশস্ত করে দেয়া হবে এবং আলোকিত করে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে 'ঘুমাও'। সে বলবেঃ আমি নিজের পরিবারে ফিরে গিয়ে নিজের ক্ষমার কথা বলে আসতে চাই। ফেরেশতাগণ বলবেনঃ (এটা তো অসম্ভব তবে তুমি) নব বধুর মত শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়। যাকে তার প্রিয় পাত্র ব্যতীত অন্য কেউ জাগাবে না। অতএব সে ঘুমাবে। পরে আল্লাহ তাআলাহ তাকে কবর থেকে উঠাবেন। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তখন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে 'মুহাম্মদ' ﷺ সম্পর্কে মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানিনা। উভয় ফেরেশতা বলবেনঃ আমাদের জানা ছিল যে তুমি এটাই বলবেঃ তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে সংকুচিত হয়ে যাও। যমীন সংকুচিত হয়ে যাবে। তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। মুনাফিক নিজ কবরে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ আযাবে থাকবে। পরে আল্লাহ তাআলা তাকেও উঠাবেন। -তিরমিযী।[১৬৫]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ }. رواه البخاري

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যখন মু'মিনকে কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়, তখন মু'মিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এটিই হল আল্লাহ তাআ'লার সেই কথার অর্থ যাতে বলা হয়েছে-'আল্লাহ তাআ'লা ঈমান্দারকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত কথা (কালেমায়ে তাওহীদ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। -বুখারী।[১৬৬]

মাসআলাঃ ১৭৫ = দাফনের পর কবরে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য প্রশ্নোত্তরে স্থির থাকার দুআ করা চাই।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ . رواه أبوداؤد

---

[১৬৫] - সহীহ সুনান তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হা/নং ৮৫৬।

[১৬৬] - মুখতাছারু সহীহ আল বুখারী, হা/নং ৬৮৮।

উসমান (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ যখন মৃতকে দাফন করে ফারেগ হতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেগফার কর এবং তার জন্য মজবুত থাকার দুআ কর। কারণ তাকে এখনই প্রশ্ন করা হচ্ছে। -আবুদাউদ।[১৬৭]

মাসআলাঃ ১৭৬ = কবরের আযাব তথা শাস্তি সত্য।

মাসআলাঃ ১৭৭ = কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নাত।

عن أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. رواه البخاري

আসমা বিনতু আবিবকর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন খুৎবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন কবরের ফিতনার কথা বললেন যাতে মানুষকে কবরে পতিত করা হবে। যখন এই ফিতনার কথা বললেন তখন মুসলমানগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। -বুখারী।[১৬৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ . رواه أحمد

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ অধিকাংশ কবরের আযাব হবে পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে। -আহমদ।[১৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . رواه البخاري

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ দুআ করার সময় বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -বুখারী।[১৭০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَـاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ

[১৬৭] - সহীহ সুনান আবিদাউদ, ২য় খন্ড, হা/নং ২৭০৮।
[১৬৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হা/নং ৬৯১।
[১৬৯] - সহীহ তারগীব, ১ম খন্ড, হা/নং ১৫৫।
[১৭০] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হা/নং ৬৯৩।

الْوَحْدَة وَأَنَا بَيْتُ التُّرَاب وَأَنَا بَيْتُ الدُّود فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِه وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّة وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْه حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْه وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِأَصَابِعِه فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْف بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِه إِلَى الْحِسَاب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار. رواه الترمذي

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ নামাযের জন্য বের হলেন তখন লোকদের দেখলেন যেন হাঁসছেন। তখন বললেনঃ খবরদার! যদি তোমরা স্বাদ-প্রস্বাদকে নষ্ট কারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করতে তাহলে এভাবে হাঁসতে না। স্বাদ নষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। মনে রাখ, কবর প্রতিদিন ডাকতে থাকে যে, আমি অপরিচিত ঘর,আমি একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। যখন মু'মিনকে দাফন করা হয়, তখন কবর বলেঃ তোমাকে স্বাগতম। আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমি আমার কাছে প্রিয় ছিলে। আজকে যখন তোমাকে অসহায় করে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হল তখন তুমি আমার ভাল ব্যবহার দেখতে পাবে। অতএব কবর সেই ব্যক্তির জন্য চোখের স্বীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। যখন কোন কাফের কিংবা ফাসেককে দাফন করা হয় তখন কবর বলেঃ তোমার জন্য কোন স্বাগতম নেই। আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয়। আজকে যখন তোমাকে অসহায় করে আমার কাছে পৌঁছানো হয়েছে তখন তুমি দেখবে আমি তোমার কি হাশর করি। রাসূল ﷺ বলেনঃ তারপর কবর সঙ্কোচিত হয়ে যাবে। এমনকি তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কথা বুঝানোর জন্যে এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখালেন। এবং তিনি আরো বললেনঃ সত্তরটি বিষাক্ত সাপ তার উপর লেলিয়ে দেয়া হবে। সেগুলোর একটি সাপও যদি যমীনে স্বাঁশ ছাড়ে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত কোন সবুজ বস্তু উদিত হবেনা। সেই সত্তরটি সাপ কেয়ামত পর্যন্ত এই কাফের বা ফাসেককে দংশন করতে থাকবে। আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ

শেষে বললেনঃ কবর হয়ত জান্নাতের বাগান গুলোর মধ্য থেকে একটি বাগান। অথবা জাহান্নামের গর্তগুলো থেকে একটি গর্ত। -তিরমিযী।[১৭১]

মাসআলাঃ ১৭৮ = মৃতকে সকাল-সন্ধ্যা কবরে তার ঠিকানা দেখানো হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُـــرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه البخاري

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন তাকে সকাল বিকাল তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতি হয় তাহলে জান্নাতের ঠিকানা, আর যদি জাহান্নামী হয় তা'হলে জাহান্নামের ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাকে বলা হয় এটি তোমার ঠিকানা। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ করা হয়। -বুখারী।[১৭২]

মাসআলাঃ ১৭৯ = বিনা কারণে শহীদের লাশকে স্থানান্তর করে দাফন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِـــي مَقَابِرِنَـــا فَنَـــادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا الْقَتْلٰى إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ . رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد

জাবের (রাঃ) বলেনঃ ওহুদের দিন আমার ফুফু আমার পিতাকে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করার জন্য আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহর আহবানকারী ডাক দিয়ে বল্ল শহীদদেরকে তাদের শাহাদাতের স্থানে নিয়ে আসা হোক। -আহমদ, তিরমিযী।[১৭৩]

মাসআলাঃ ১৮০ = মুসলিমদের কবরস্থানকে সমান করা বা ধ্বংস করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ১৮১ = মু'মিন মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে দেয়া বা কেটে ফেলা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رواه مالك وأبوداؤد

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙেঁ দেয়া জীবিতাবস্থায় তার হাঁড় ভাঙ্গাঁর সমান। -মালেক, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ।[১৭৪]

---

[১৭১] - কেয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়।

[১৭২] - কিতাবুল জানায়েয, মৃতকে সকাল বিকাল ঠিকানা দেখানো হয় অধ্যায়।

[১৭৩] - সহীহ্ সুনান তিরমিযী ২য় খন্ড, হাদীস নং ১৪০১।

[১৭৪] - সহীহ্ সুনান আবি দাউদ, ২য় খন্ড, হা/নং ২৭৪৬।

দাফন সংলগ্ন সেই সকল কাজ যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. কোন অলী, বুজর্গ বা মুত্তাকী ব্যক্তির পার্শ্বে কবর দেয়ার উদ্দেশ্যে লাশকে স্থানান্তরিত করা।

২. লাশ দাফন করা পর্যন্ত গরীবদের খাবার না খাওয়া।

৩. দাফন করার সময় কবরে লাশের মাথার নিচে আরামদায়ক কোন বস্তু রাখা।

৪. দাফনের পূর্বে লাশের মাথার কাছে বংশধারা লিখে রাখা এবং এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, এর দ্বারা আযাব হাল্কা হবে।

৫. দাফনের সময় লাশের উপর গোলাবজল ছিটানো।

৬. দাফনের পূর্বে লাশের মাথার কাছে আহাদনামা, কালিমা তায়্যিবা অথবা কুরআনের কোন আয়াত লিখে রাখা।

৭. কবরে মাটি দেয়ার সময় প্রথম মোটে 'মিনহা খালাকনাকুম' আর দ্বিতীয় মোটের সাথে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' আর তৃতীয় মোটের সাথে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা' পড়া।

৮. লাশ দাফনের পর সূরা ফাতিহা, নাস, ফালাক, ইখলাছ, নাছর, কাফিরুন এবং সুরা কদর পড়ার পর 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিসমিকাল আযীম' ইত্যাদি পড়া।

৯. লাশ দাফনের পর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করা।

১০. দাফনের পরপর শোক পালনের উদ্দেশ্যে কবরে বসা।

১১. দাফনের পর কবরে খানা নিয়ে বন্টন করা।

১২. লাশকে আমানত হিসেবে এক স্থানে দাফন করে পরে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা।

১৩. দাফনের পর কবরে কুরআন খানি করা।

১৪. মৃত্যুর পূর্বে নিজের কবর খনন করে রাখা।

১৫. দাফনের পর কবরে ছদকা-খায়রাত করা।

১৬. কবরকে সাজানো এবং কবরে ফুল অর্পন করা।

১৭. দাফনের পর কবরে আযান দেয়া।

১৮. মাটি দেয়ার পূর্বে লাশের মাথার কাছে কুরআন মজীদ পড়া।

باب زيارة القبور

কবর যিয়ারতের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১৮২ = দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি এবং আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা বৈধ।

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. رواه الترمذي (صحيح)

বুরাইদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ আমি, তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করতাম। এখন আমাকে আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর কারণ তার দ্বারা আখেরাতের স্মরণ হয়। -তিরমিযী।[১৭৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَـــارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَلاَ تَقُولُوا مَا يَسْخَطُ الرَّبَّ . رواه أحمد والحاكم

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ এতে উপদেশমূলক অনেক কিছু রয়েছে। তবে যিয়ারতের সময় এমন কিছু বলবেনা যার দ্বারা আল্লাহ নারাজ হয়ে যান। -আহমদ, হাকেম।[১৭৬]

মাসআলাঃ ১৮৩ = যে সকল মহিলা বিলাপ করে কান্না করেনা বরং ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, তারা কবর যিয়ারত করতে পারবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . رواه البخاري

---

[১৭৫] - সহীহ তিরমিযী ২য় খন্ড, হা/নং ৮৪২।

[১৭৬] - আহকামূল জানায়েয,পৃঃ ১৭৯।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন সে একটি কবরের পাসে কান্না করছিল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ কে ভয় কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। -বুখারী।[১৭৭]

মাসআলাঃ ১৮৪ = যে সকল মহিলা বেশী বেশী কবরাস্থানে যাতায়াত করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বেশী বেশী কবরস্থানে গমনকারী মহিলাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। -আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।[১৭৮]

মাসআলাঃ ১৮৫ = কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীকে প্রথমে সালাম বলা, তারপর দুআ'করা এবং ইস্তেগফার করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ ১৮৬ = কবরবাসীদের জন্য দুআ'করার সময় নিজের জন্যেও দুআ'করা দরকার।

মাসআলাঃ ১৮৭ = কবর যিয়ারতের মাসনূন দুআ'নিম্নরূপ।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ . رواه أحمد ومسلم

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, যখন তারা কবরস্থানে যাবে তখন যেন এই দুআ'পড়ে। 'আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু লালাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা'। অর্থাৎ হে এই ঘরের মুমিন ও মুসলিম বাসিন্দারা! আসসালামু আলাইকুম, আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের কাছেই আসতেছি। আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য এবং তোমাদের জন্য উত্তম বদলা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। -আহমদ, মুসলিম।[১৭৯]

---

[১৭৭] - বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

[১৭৮] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খন্ড, হা/- ৮৪৩।

[১৭৯] - মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. رواه مسلم

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন আমার কাছে রাত্রি যাপন করতেন তখন প্রত্যেক রাতেই রাতের শেষভাগে বাকী'র দিকে যেতেন এবং বলতেনঃ *'আসসালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মু'মিনীনা ওয়া আতাকুম মা তুঅ'াদুনা গাদান মুআজ্জিলূনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীইল গারকাদ'*। অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম। হে এই ঘরের মুমিনরা! তোমাদের সাথে যা কিছুর ওয়াদা ছিল, তা তোমরা পেয়েছ। আর বাকী অংশ কাল কেয়ামতের জন্য বাকী রাখা হয়েছে। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের কাছেই আসতেছি। হে আল্লাহ! বাকী'উল গারক্বাদ বাসীর গোণাহ্ ক্ষমা করে দাও। -আহমদ, মুসলিম।[১৮০]

মাসআলাঃ ১৮৮ = কবরবাসীদের জন্য দুআ' করার সময় হাত উঠানো সন্নাত।

মাসআলাঃ ১৮৯ = কবর যিয়ারতের মাসনূন পদ্ধতি নিম্নরূপ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ قَالَتْ فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ . رواه أحمد

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এক রাত রাসূল ﷺ বের হলেন। আমি বরীরাকে তাঁর পিছনে পাঠালাম যেন দেখে রাসূল ﷺ কোথায় যাচ্ছেন। বরীরা (রাঃ) বললেনঃ রাসূল ﷺ বাকীয়ে গারকাদের দিকে গিয়েছেন এবং শেষে প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং দুহাত উঠিয়েছেন। তারপর ফিরে এসেছেন। বরীরা (রাঃ) এসে আমাকে বললঃ যখন সকাল হল তখন আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কবরস্থানে যাওয়ার আদেশ এসেছিল যেন আমি তাদের জন্য দু'আ করি। -আহমদ।[১৮১]

মাসআলাঃ ১৯০ = কাফের বা মুশরিকের কবর যিয়ারত করলে কোন উপকার হবে না।

---

[১৮০] - মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয।

[১৮১] - সিলসিলা সহীহা , ৪র্থ খন্ড, হা/নং ১৭৭৪।

মাসআলাঃ ১৯১ = দুআ'া করার সময় আল্লাহ তাআ'লার আসমায়ে হুসনা তথা গুণবাচক নামগুলি, ইস্‌মে আ'যম, আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী, সৎলোকের দুআ'া এবং নিজের নেক আমলের উসীলা দেয়া জায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا . رواه أحمد

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তির কোন দুঃখ কষ্ট বা পেরেশানী হয়েছে সে যদি এই দুআ পড়ে " আল্লাহুম্ম ------" হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। তোমার বান্দা বান্দির ছেলে। আমার কপাল তোমার হাতে। তোমার প্রত্যেকটি আদেশ আমার জন্য ফয়সালা ও মীমাংসাকৃত। তোমার প্রত্যেকটি মীমাংস ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার কাছে তোমার প্রত্যেক সেই নামের উসীলা দিয়ে দু'আ করছি যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করেছো, বা সৃষ্টিজগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছো। বা কিতাবে অবতীর্ণ করেছো অথবা ইলমে গাইবের ভান্ডারে সংরক্ষিত রেখেছো। কুরআনকে আমার অন্তরের জাগরণ করে দাও, সীনার আলো করে দাও এবং আমার দুঃখ কষ্ট দুর করার কারণ করে দাও'। তখন আল্লাহ তাআলা তার দুঃখ কষ্ট দুর করে দেন এবং তার পরিবর্তে তাকে সুখ শান্তি দিয়ে দেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ছাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি এই দুআ'াটি মুখস্থ করে নেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ অবশ্যই কর। প্রত্যেক শ্রবনকারীকে এই দুআ'া মুখস্থ করা দরকার। -আহমদ।[১৮২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ

[১৮২] - সিলসিলা সহীহা, প্রথম খন্ড, হা/নং ১৯৯।

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى .رواه الترمذي

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদা আসলামী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ এক ব্যক্তিকে দুআ করার সময় এরূপ বলতে শুনলেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাইতেছি কেননা আমি সাক্ষী দেই যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) মাবুদ নেই। এক ও অমুখাপেক্ষী। তুমি কারো সন্তান নও এবং তোমারও কোন সন্তান নেই। কেউ তোমার সমকক্ষও নেই। তখন নবী ﷺ বললেনঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জান। এই লোকটি "ইসমে আজম" দ্বারা দুআ করল। যদ্ধারা দুআ করা হলে তা গ্রহণ করা হয়। আর যদি কেউ সেই ইসমে আজমের উসীলায় কিছু চায় তখন আল্লাহ তাকে দান করেন। -তিরমিযী।[১৮৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. رواه الترمذي والحاكم

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ যখন কোন মুছীবতে পড়তেন তখন বলতেনঃ ইয়া হাইউ- ---- অর্থাৎ হে চিরঞ্জীব ও আল্লাহ! তোমার রহমতের উসীলায় তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। -তিরমিযী, হাকেম।[১৮৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ . رواه البخاري

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেনঃ মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের শিকার হত তখন উমর (রাঃ) নবী কারীম ﷺ এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দুআ করাতেন এবং বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে তোমার নবীর উসীলা দিয়ে দুআ করতাম আর তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষাতে। আর এখন (নবীয়ে আকরাম ﷺ এর ওফাতের পর) আমরা তোমার কাছে আমাদের নবী ﷺ এর চাচার (দুআকে) উসীলা করছি। অতএব আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রাঃ) বলেনঃ তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল। -বুখারী।[১৮৫]

---

[১৮৩] - সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় খন্ড, হা/নং ২৭৬৩।

[১৮৪] - সহীহ সুনান তিরমিযী ৩য় খন্ড, হা/নং ২৭৯৬।

[১৮৫] - মুখতাছারুল বুখারী, হা/নং ৫৫১।

عن رَبِيعَةُ بْنُ كَعْب الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِه وَحَاجَته فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّة قَـالَ أَوْ غَيْـرَ ذَلكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَة السُّجُود . رواه مسلم

রাবীআ ইবনু কাআব আসলামী (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর সাথে রাত কাটাতাম। তাঁর অযুর পানি এবং অন্যান্য কাম করে দিতাম। একদা আমাকে বললেনঃ তুমি চাও। আমি বললামঃ আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। নবী কারীম ﷺ বললেনঃ তুমি কি আরো কিছু চাও? আমি বললামঃ আমি শুধু এটিই চাই। রাসূল ﷺ বললেনঃ তাহলে বেশী সাজদা করে আমাকে সাহায্য কর। -মুসলিম।[১৮৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّه صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّـهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْـتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالـصِّبْيَة قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَـمٍّ أُحِبُّهَـا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَـا بِمِائَـةِ دِينَـارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّه اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَـاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا

---

[১৮৬] - মিশকাত, ১ম খন্ড, হা/নং ৮৯৬।

بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ . رواه البخاري

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি পথে চলতেছিল হঠাৎ তাদেরকে বৃষ্টি পেল। তারা পাহাড়ের একটি গোহায় আশ্রয় নিল। পরে পাহাড় থেকে একটি পাথর খন্ড এসে পড়ে তাদের গোহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বললঃ দেখ, এমন কোন আমল জীবনে আছে কি যা শুধু আল্লাহকে খুশী কবার জন্য করেছ। সেরূপ আমলের উসীলা দিয়ে দুআ'় কর। হতে পারে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের এক জন বললঃ হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা জীবিত ছিল। তারা বার্ধ্যক্যের শেষাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর আমার কিছু ছোট ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদের সবার জন্য ছাগল চরাতাম। যখন আমি সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম তখন দুধ দোহন করে প্রথমে পিতা-মাতাকে পান করাতাম। তারপর সন্তানদের দিতাম। একদা আমি জঙ্গলে অনেক দুরে গেলাম, ফলে ঘরে ফিরতে বিলম্ব হল। তখন বাবা- মা ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। আমি নিয়ম মতে দুধ দোহন করে মা-বাবার কাছে আসলাম এবং তাদের মাথার নিকট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তাদেরকে জাগানো ভাল মনে করছিলাম না। আবার তাদের পূর্বে বাচ্চাদের দুধ পান করানোও আমার পছন্দ হল না। অথচ বাচ্চারা আমার পায়ের পাশে কান্না করছিল। এমতাবস্থায় ফজর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে, যদি আমি এই কাজটি তোমাকে খুশী করার জন্য করে থাকি, তাহ'লে এই পাথরটি সরিয়ে দাও যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাথরকে সরিয়ে দিলেন। ফলে তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। তাকে আমি খুব ভাল বাসতাম। মানুষ স্ত্রীদেরকে যত ভালবাসে তার চেয়ে অনেক বেশী আমি তাকে ভাল বাসতাম। আমি তার কাছে নিজের মনের বাসনা প্রকাশ করলাম। সে বললঃ যতক্ষণ তাকে একশ দিনার দেবনা ততক্ষণ সে সুযোগ দিবেনা। তারপর আমি পরিশ্রম করে একশ দিনার জমা করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন তার সাথে খারাপ কাজ করার মুখোমুখি হলাম অর্থাৎ তার দুপায়ের মধ্যখানে বসলাম তখন সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দাঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং মোহর খোলনা। (অর্থাৎ তুমি যা করতে যাচ্ছ তা অবৈধ ভাবে করনা।) একথা বলার সাথে সাথে আমি তার থেকে পৃথক হয়ে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি জান। যদি আমি এই কাজটি তোমাকে রাজী

খুশী করার জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এই মুছীবত থেকে রক্ষা কর। তারপর পাথরটি আরো একটু সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে কাজে রাখছিলাম কিছু চাউলের বদলে। কাজ শেষে সে আমাকে বললঃ আমার হক দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার হক পেশ করলাম। সে তা গ্রহণ না করে ছেড়ে চলে গেল। আমি তার সেই পারিশ্রমিককে বাড়াতে লাগলাম। এমনকি তার থেকে অনেক গরু ও তার রাখাল জমা হয়ে গেল। অনেক দিন পর সে এসে বললঃ আল্লাহকে ভয় কর। আমার সাথে অন্যায় করনা এবং আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললামঃ যাও এই গরুগুলি রাখালসহ নিয়ে নাও। সে বললঃ আল্লাহকে ভয় কর। আমার সাথে ঠাট্টা করনা। আমি বললামঃ আমি ঠাট্টা করছিনা। তুমি রাখাল সহ এই গরুগুলি নিয়ে নাও। সে সব কিছু নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি জান যদি আমি এই কাজটি তোমাকে সন্তুষ্টি করার জন্য করে থাকি তাহলে পাথরের বাকী অংশটুকুও খোলে দাও। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য পাথর সরিয়ে দিলেন। -বুখারী।[১৮৭]

মাসআলাঃ ১৯২ = দুআ' করার সময় কেবলামুখী হওয়া উচিত।

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ . رواه مسلم

উমর (রাঃ) বলেনঃ বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ মুশরিকদের দিকে নজর দিয়ে দেখলেন তারা ছিল এক হাজার। আর তাঁর ছাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তিনশত উনিশ জন। তারপর নবী ﷺ কেবলা মুখী হয়ে উভয় হাত লম্বা করে উচ্চস্বরে তাঁর রবের কাছে দুআ' শুরু করলেন। -মুসলিম।[১৮৮]

মাসআলাঃ ১৯৩ = কোন নবী, অলী অথবা কোন বুজর্গ ব্যক্তির কবরে দুআ' করার সময় তাদের নামের শপথ করা নিষিদ্ধ।

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه الترمذي

---

[১৮৭] - কিতাবুল আদব, বাবু ইজাবাতি দুআয়ি মান বাররা লিওয়ালিদাইহী।
[১৮৮] - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং ১১৫৮।

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করেছে সে শিরক করেছে। -তিরমিযী।[১৮৯]

মাসআলাঃ ১৯৪ = কোন নবী, অলী অথবা কোন বুজর্গ ব্যক্তির কবরে দুআ করার সময় নিজের প্রয়োজনাদি পেশ করা, আল্লাহর কাছ থেকে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের কাছে দরখাস্ত করা, কোন দুঃখ-কষ্ট বা মুছিবত ও সমস্যার সমাধানের জন্য দরখাস্ত পেশ করা অথবা উদ্দেশ্য পুরণের দরখাস্ত করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مَـنْ مَـاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ. رواه البخارى

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায়, যে তখন সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। -বুখারী।[১৯০]

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فكلمه في بعض الامر فقال ما شاء الله وشئت فقال النبي ﷺ أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده . رواه أحمد

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং কথা বলতে বলতে বললেনঃ 'যা আপনি চান এবং আল্লাহ চান, রাসুল ﷺ বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে ফেলেছ? অতঃপর বললেনঃ এরূপ বল না। বরং বল যা আল্লাহ চান। -বুখারী।[১৯১]

মাসআলাঃ ১৯৫ = কবরস্থানে অথবা কোন মাজারে বসে কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . رواه مسلم

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করনা। কারণ শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। -মুসলিম।[১৯২]

মাসআলাঃ ১৯৬ = কবরস্থানে অথবা কোন মাজারে নামায পড়া বা ইবাদত করা নিষিদ্ধ।

---

[১৮৯] - সহীহ সুনান তিরমিযী , ২য় খন্ড, হা/নং ১২৪১।

[১৯০] - সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযূর।

[১৯১] - সিলসিলা সহীহা- আলবানী, (১/১৩৯)।

[১৯২] - মুসলিম, কিতাবু ছালাতিল মুসাফিরীন।

মাসআলাঃ ১৯৭ = কবরস্থানে বা মাজারে মসজিদ নির্মাণ করা, কিংবা মসজিদে কবর অথবা মাজার নির্মাণ করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ১৯৮ = যে মসজিদে কবর বা মাজার থাকে তাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بين القبور. رواه البزار

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ﷺ কবরস্থানে ছলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। -বাযযার।[১৯৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ . رواه أبوداؤد والترمذي وابن ماجة

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কবরস্থান এবং বাথরুম ব্যতীত সব জায়গায় ছলাত পড়া যাবে। -আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।[১৯৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. رواه مسلم

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করনা। কিছু নফল ছলাত ঘরে পড়। -মুসলিম।[১৯৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. رواه أحمد

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করনা। আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই জাতির উপরে যারা নবীদের কবর কে মসজিদে পরিণত করেছে। -মুসলিম।[১৯৬]

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. رواه مسلم

---

১৯৩ - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ২১১।

১৯৪ - সহীহ সুনান ইবন মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং ৬০৬।

১৯৫ - মুসলিম, কিতাবু ছালাতিল মুসাফিরীন।

১৯৬ - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ২১৬।

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কবরে বসনা এবং কবরের দিকে ছলাত পড়না। -মুসলিম।[১৯৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অসুখ থেকে আর ভাল হননি সেই অসুখের সময় বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অভিশপ্ত করুন, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। -বুখারী, মুসলিম।[১৯৮]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللّٰه ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এর উপর যখন মৃত্যুর নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেল তখন তিনি অধিক কষ্টের কারণে চাদরটা কখনো চেহারায় রাখছিলেন আর কখনো চেহারা থেকে দুরে সরাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেনঃ ইয়াহুদ নাছারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। -বুখারী, মুসলিম।[১৯৯]

عن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللّٰه أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. رواه مسلم

জুনদাব (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাউকে বন্ধু বানাতে পারবনা। কারণ আল্লাহ তাআ'লা আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন। যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবুবকরকে বন্ধু বানাতাম। মনে রাখ, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীগণ এবং দ্বীনদার

---

[১৯৭] - মুখতাছারু মুসলিম, হা/ নং- ৪৯৯।
[১৯৮] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হা/ নং- ৬৭১।
[১৯৯] - মুখতাছারু মুসলিম, হা/ নং- ২৫৫।

লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করত। সুতরাং তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করনা। আমি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিচ্ছ। -মুসলিম।[২০০]

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﷺ قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَـــازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَـــائِهِمْ مَسَاجِدَ . رواه أحمد

আবু উবাইদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এর শেষ কথা ছিল, নাজরানবাসী এবং হিজাযের ইহুদীদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। আর জেনে রাখ, সবচেয়ে খারাপ লোক হল তারাই যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। -আহমদ।[২০১]

عن عبد الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد . رواه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ সব চেয়ে খারাপ ব্যক্তি তারাই যাদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হবে। আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে। -ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, আহমদ, ত্বাবরানী।[২০২]

عن علي بن أبي طالب ﷺ قال : لقيني العباس فقال يا علي انطلق بنا إلى النبي ﷺ فإن كان لنا من الأمر شيئ وإلا أوصى بنا الناس فدخلنا عليه وهو مغمي عليه فرفع رأسه فقال : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . زاد في رواية : ثم قالها الثالثة فلما رأينا مابه خرجنا ولم نسأله عن شيئ . رواه ابن سعد وابن عساكر

আলী (রাঃ) বলেনঃ আমার সাথে আব্বাস (রাঃ) এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেনঃ আলী চল নবী ছাঃ এর কাছে যাই। যদি আমাদের জন্য কিছু থাকে তাহলে তো ভাল। অন্যথায় লোকজনের সাথে আমাদেরকেও নছীহত করবেন। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। পরে মাথা তুলে বললেনঃ ইহুদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তৃতীয় বারও সেই কথা বললেন। তারপর

---

[২০০] - মুসলিম, কিতাবু ছালাতিল মুসাফিরীন।

[২০১] - সিলসিলা সহীহা, ৩য় খন্ড, হা/ নং- ১১৩২।

[২০২] - আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ২১৭।

আমরা তাঁর অবস্থা দেখে বের হয়ে পড়লাম। আর তাঁকে অন্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করলামনা। -ইবনু সা'আদ, ইবনু আসাকির।[২০৩]

عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن أصحاب رسول الله قالوا كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أنجعله مسجدا ؟ فقال أبوبكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . رواه ابن زنجويه في فضائل الصديق

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাঃ) বলেনঃ রাসূল কারীম ﷺ এর ছাহাবীগণ বললেনঃ রাসূল ﷺ এর কবর কিভাবে তৈরী করব? তাকে কি আমরা মসজিদে পরিণত করব? তখন আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, -'আল্লাহ তাআলা ইহুদী নাছারাদের অভিশাপ করুক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। -ইবনু যানজুওয়াই।[২০৪]

মাসআলাঃ ১৯৯ = নবীগণ, অলীগণ অথবা বুজর্গ ব্যক্তিবর্গের কবরে বা মাজারে তাদের নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা, নজর-নেয়াজ বা মান্নত করা নিষিদ্ধ।

عن طارق بن شهاب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم صنم لايجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب ، ليس عندى شيئ أقرب ، قالوا له قرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار ، وقالوا للآخر : قرب فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عزوجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.

ত্বারেক ইবনু শিহাব (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ﷺ বলেছেনঃ এক ব্যক্তি শুধু মাছির কারণে জান্নাতে চলে গেছে অন্য এক ব্যক্তি জাহান্নামে চলে গেছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ তা কি ভাবে? নবী করীম ﷺ বললেনঃ দুই ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিল, সেই গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, যার নামে কিছু জীব না দিয়ে কেউ সেই গোত্রের স্থান অতিক্রম করতে পারত না। গোত্রের লোকেরা দুই জনের এক জনকে বললঃ তুমি কিছু দাও। সে বললঃ আমার কাছে দেওয়ার মত কিছু নেই। তখন তারা বললঃ অন্ততঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সেই ব্যক্তি একটি মাছি মূর্তির নামে দিল, তখন লোকেরা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। এমনিভাবে সে

---

[২০৩] - তাহযীরুসসাজিদ, পৃঃ ১৯।

[২০৪] - তাহযীরুস সাজিদ, -আলবানী, পৃঃ ২০।

জাহান্নামে চলে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তারা বললঃ তুমিও কিছু না কিছু মূর্তির নামে দিয়ে যাও। তখন লোকটি বললঃ আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কোন কিছু কুরবানী করব না। তখন তারা তাকে হত্যা করে দিল। আর এমনিভাবে (শির্ক থেকে মুক্ত থাকার কারণে) সে জান্নাতে চলে গেল। -আহমদ। [২০৫]

মাসআলাঃ ২০০ = নবীগণ, অলীগণ অথবা বুজর্গ ব্যক্তিবর্গের কবর বা মাজারের সামনে মাথানত করে দাঁড়ানো অথবা নামাযের মত হাত বেঁধে দাঁড়ানো, সাজদা করা কিংবা তাওয়াফ ইত্যাদির মত অন্য কোন ইবাদত করা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُـــورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. رواه أحمد

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করনা। আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই জাতির উপরে যারা নবীদের কবর কে মসজিদে পরিণত করেছে। -আহমদ।[২০৬]

عن قيس بن سعد ﷺ قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا، قال : فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق . رواه أبوداؤد .

কায়স ইবনু সাআ'দ (রাঃ) বলেনঃ আমি 'হিয়ারা' [ইয়েমেনের একটি শহর] এ এসে সেখানকার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সাজদা করতে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, রাসুল ﷺ এসকল শাসকের তুলনায় সাজদার অধিক অধিকারী। যখন রাসুল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন আরয করলাম হে আল্লাহর রাসুল! আমি হিয়ারার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সাজদা করতে দেখেছি। অথচ আপনিই তো সাজদার বেশী অধিকারী। রাসুল ﷺ বললেনঃ আচ্ছা! বলতো যদি তুমি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাত্রা কর, তাহলে কি তুমি আমার কবরকে সাজদা করবে? আমি বললামঃ কখনো না। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেনঃ তাহলে আমি জীবিত থাকাবস্থায়ও তুমি আমাকে সাজদা করবে না। যদি আমি (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কাউকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে সাজদা

---

[২০৫] - কিতাবুত তাওহীদ, শায়খ মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব।

[২০৬] - আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ২১৬।

করতে বলতাম। কারণ মহিলাদের উপর পুরুষদের (আল্লাহ্ প্রদত্ত) অনেক অধিকার রয়েছে। -আবুদাউদ।[২০৭]

মাসআলাঃ ২০১ = কোন নবী, অলী অথবা বুজর্গ ব্যক্তির কবরে বা মাজারে ওরস অথবা মেলা করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ২০২ = মসজিদে নববীতে প্রত্যেক ছলাতের পর দরূদ পাঠের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর কবর মোবারকে উপস্থিত হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জায়েয নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُــورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي . رواه أحمد وأبوداؤد (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করনা। আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করনা। আর যেখানেই থাক সেখান থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। -আহমদ, আবুদাউদ।[২০৮]

মাসআলাঃ ২০৩ = কবর বা মাজারের মুজাবের হওয়া (সদা কবরে বসে থাকা) বা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তথায় বসা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ২০৪ = কবর বা মাজারের দিকে মুখ করে বা কবরস্থানে ছলাত আদায় করা নিষিদ্ধ।

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر . رواه مسلم .

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ﷺ বলেছেনঃ কোন কবরে বসার চেয়ে এমন অগ্নিকুণ্ডে বসা অধিক উত্তম যা তার কাপড় ও চামড়া জ্বালিয়ে ফেলে। -মুসলিম।[২০৯]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم

জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ কবরকে পাকা করা, কবরে বসা এবং কবরে ঘর নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। -মুসলিম।[২১০]

---

[২০৭] - সহীহ সুনানু আবিদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হা/ নং- ১৭৮৩।

[২০৮] - ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী, হা/ নং- ২০।

[২০৯] - মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, কবরে বসা অধ্যায়।

মাসআলাঃ ২০৫ = কবর বা মাজারে পশু জবাই করা, খাওয়া, মিষ্টি, দুধ, চাউল ইত্যাদি বন্টন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ . رواه أحمد وأبوداؤد وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً .

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল কারীম ﷺ বলেছেনঃ কবরে গিয়ে পশু জবাই করা ইসলামে নিষিদ্ধ। -আহমদ, আবুদাউদ। আব্দুর রাজ্জাক বলেনঃ তারা কবরের কাছে গাভী কিংবা ছাগল জবাই করত।[২১১]

মাসআলাঃ ২০৬ = বরকত হাসিল করা, সন্তান লাভ করা এবং শিফা লাভ করার উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারে চুল বা সুতা ইত্যাদি বাঁধা নিষিদ্ধ।

عن عبد الله بن حكيم ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : من علق شيئا وكل إليه . (حسن، أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد)

আব্দুল্লাহ ইবনু হাকীম (রাঃ) বললেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তাকে সেই বস্তুর দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হয়। -আহমদ, হাকিম।[২১২]

মাসআলাঃ ২০৭ = কোন নবী, অলী অথবা বুজর্গ ব্যক্তির কবর বা মাজার যিয়ারত করার ইচ্ছায় সফর করা জায়েয নেই।

মাসআলাঃ ২০৮ = মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকছা এবং মসজিদে নববীর যিযারতের উদ্দেশ্যে অথবা এসকল মসজিদে ছলাত আদায় করে ছওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ।

عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَـى ثَلَاثَـةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا. متفق عليه

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ তিনটি মসজিদ, মসজিদুল হারাম, মসজিদুলআকছা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করবেনা। -বুখারী, মুসলিম।[২১৩]

---

[২১০] - মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, কবরে বসা অধ্যায়।
[২১১] - সহীহ সুনান আবুদাউদ, ২য় খন্ড, হা/২৭৫৯।
[২১২] - গায়াতুল মারাম-আলবানী, হা/ ২৯৮।
[২১৩] - মুখতাছার সহীহ বুখারী, যবিদী, হা/ ২৬০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال قَالَ رسول الله ﷺ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. متفق عليه

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ﷺ বলেছেনঃ আমার এই মসজিদে এক ছলাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সব মসজিদে হাজার ছলাতের চেয়ে অনেক উত্তম। -বুখারী, মুসলিম।[২১৪]

عن قزعة ﷺ قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمررضي الله عنهما فقال: أما علمت أن النبي ﷺ قال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ والمسجد الاقصى ، ودع عنك الطور فلا تأته. رواه الطبراني

কাযআহ (রাঃ) বলেনঃ আমি তূর পাহাড় দেখার নিয়্যাতে বের হলাম এবং ইবনু উমর (রাঃ) কে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি কি জাননা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ তিনটি মসজিদ, মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকছা ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করবেনা। আর তুর পাহাড়ে যেওনা। -ত্বাবরানী।[২১৫]

মাসআলাঃ ২০৯ = রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর মোবারকে সালাম বলার মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূল ﷺ এর পিছনে নামাযে বলতাম, আল্লাহর উপরে শান্তি হোক, অমুকের উপর শান্তি হোক। তখন একদা রাসূল ﷺ আমাদের বললেনঃ আল্লাহই সালাম (সুতরাং তোমরা আল্লাহর উপর শান্তি হোক একথা বলবেনা। বরং) যখন তোমরা ছলাতে বসবে, তখন বলবেঃ "*আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসলাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন*"। -মুসলিম।[২১৬]

---

[২১৪] - মুখতাছার সহীহ বুখারী, যবিদী, হা/ ২৬১।

[২১৫] - আহকামুল জানায়িয, আলবানী, পৃঃ ২২৬।

[২১৬] - মুসলিম, কিতাবুছছলাত, তাশাহহুদ অধ্যায়।

عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه .رواه البيهقي

ইবনু উমর (রাঃ) যখন কোন সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তারপর কবরের পাশে এসে বলতেনঃ 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবু বকর', 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আব্‌তাহ'। - বায়হাকী।[২১৭]

মাসআলাঃ ২১০ = রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর দরূদ পাঠের মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ।

عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ﷺ قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رواه البخاري

আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) বলেনঃ আমার সাথে কাআ'ব ইবনু উজরার সাক্ষাত হল, তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী কারীম ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে ছলাত তথা দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ ***'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'***। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -মুসলিম।[২১৮]

---

[২১৭] - ফাযলুচ্ছলাত আলান্নাবী- আলবানী, ১০০।
[২১৮] - সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত।

যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল হাদীস

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : من حج فزار قبري بعد موتي ؛ كان كمن زارني في حياتي . رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي

১ / "যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার কবর যিয়ারত করবে আমার মৃত্যুর পর সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।" (জ্বাল)

এই হাদীসের সনদে দুজন রাবী (বর্ণনাকারী) অর্থাৎ হাফছ ইবনু সুলাইমান এবং লাইছ ইবনু আবি সুলাইম দুর্বল। হাফছ ইবনু সুলাইমান সম্পর্কে ইবনু মুঈন বলেছেনঃ সে মিথ্যুক। ইবনু হাজর বলেছেনঃ তার হাদীসকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হিরাশ (রাঃ) বলেছেনঃ সে হাদীস গড়ার কাজ করত। শায়খ আলবানী বলেছেনঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [সিলসিলায়ে যয়ীফাহঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং ৪৭]

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني . رواه فردوس في مسنده

২ / "যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার যিয়ারতে আসলনা সে আমার সাথে অন্যায় করল"। (জাল)

ইমাম জাহাবী, ইমাম ইবনুল জৌযী, এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে জ্বাল বলেছেন। [সিলসিলায়ে যয়ীফাহঃ ১/১১৯, হাদীস নং ৪৫ ।]

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة . رواه البيهقي

৩/ "যে ব্যক্তি মদীনায় এসে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আমার যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব এবং তার পক্ষে সাক্ষী হব।" (দুর্বল)

হাদীসটি দুর্বল। (দেখুন, যয়ীফুল জামিউস সাগীর, হাদীস নং ৫৬১৯।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: من زار قبري وجبت له شفاعتي.رواه البيهقي

৪/ " যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (জাল)

হাদীসটি জাল। (দেখুন, যয়ীফুল জামিউস সাগীর ঃ পৃঃ ৮০৮, হাদীস নং ৫৬০৭।

وعن رجل من آل الخطاب عن النبي ﷺ قال : من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومــن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة . رواه البيهقي

৫/ খাত্তাব বংশের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি মদীনায় অবস্থান করবে এবং সে সময় আগত সকল বালা-মুছিবতে ধৈর্য্য ধারণ করবে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষী এবং সুপারিশকারী হব। আর যে ব্যক্তি দুই হারামের কোন একটিতে মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতে নিরাপদ অবস্থায় পুণরুত্থান করাবেন। -বায়হাকী। (**দুর্বল**।)

হাদীসটি দুর্বল। (দেখুন, মিশকাতুল মাছাবীহ।)

قال رسول الله ﷺ: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة.

৬/ " যে ব্যক্তি আমার এবং আমার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর একই বছর যিয়ারত করেছে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (জ্বাল)

ইমাম নববী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম ইবনু তাইমিয়া এবং শায়খ আলবানী হাদীসটি কে জ্বাল বলেছেন। [সিলসিলায়ে যয়ীফাহঃ ১/১২০, হাদীস নং ৪৬।]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: مــن حــج حجــة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى علي في القدس لم يسأله الله فيما افترض عليه . رواه السخاوي

৭/ "যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করেছে, আমার কবর যিয়ারত করেছে, একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে আমার উপর দরূদ পড়েছে, আল্লাহ পাক তাকে ফরজ ইবাদাত ও আমলের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবেন না।"(জ্বাল)

ইবনে আব্দুল হাদী, ইমাম সুয়ূতী এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে জ্বাল বলেছেন। [সিলসিলায়ে যয়ীফাহঃ ১/৩৬৯, হাদীস নং ২০৪]

কবর যিয়ারত সম্পর্কীয় যে সকল কাজ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. সোমবার এবং বৃহস্পতিবারকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

২. জুম'আর দিনকে পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

৩. আশুরার দিনে গুরুত্বের সহিত কবর যিয়ারত করা।

৪. শবে বরাতে কবরে বাতি জ্বালানো বা আলোকসজ্জা করা।

৫. কবর বা মাজারে না'ত খানি করা বা সেমা'র মাহফিল অনুষ্ঠান করা।

৬. কবর বা মাজারে মোম বাতি, আগর বাতি, চেরাগ ইত্যাদি জ্বালানো।

৭. রজব, শা'বান, রমযান এবং ঈদের সময় বিশেষভাবে কবর যিয়ারত করা।

৮. কবর যিয়ারত করার জন্য অযু, তায়াম্মুম বা গোসল করা।

৯. কবর যিয়ারতের সময় দুরাকাত নফল আদায় করা।

১০. কবর যিয়ারতের সময় সুরা ফাতিহা পড়া।

১১. কবর যিয়ারতের সময় সুরা ইয়াসীন পড়া।

১২. কবর যিয়ারতের সময় এগার বার 'কুল হুআল্লাহ' পড়া।

১৩. কবর যিয়ারতের পর কবরকে পিছ না দিয়ে পিছনের দিকে হেঁটে বের হওয়া।

১৪. কবরস্থানে বা কোন মাজারে কুরআন রাখা।

১৫. নবী, অলী এবং বুজর্গদের কবরে নিজের হাজত লিখে রাখা বা চুল কেটে রাখা।

১৬. মৃত নবী, অলী এবং বুজর্গদের উসীলা করে 'ইয়া আল্লাহ অমুক অলীর উসীলায়' অথবা 'অমুক বুজর্গের বরকতে' আমার দুআ' কবুল কর ইত্যাদি বলা।

১৭. মাজার বা কবরের দেয়ালে শরীর লাগানো এবং চেহারাকে কবরে ঘষা।

১৮. গর্ভিত মহিলাদের শরীর কবরের সাথে ঘষা।

১৯. কবরবাসীদের জন্য দুআ করার সময় মাজার বা কবরের দিকে মুখ করা।

২০. কোন নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরে একথা বলা 'হে অমুক! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' কর।

২১. যিয়ারতকারীদের মাধ্যমে মৃত নবী, অলী এবং বুজর্গদের কাছে সালাম পৌঁছানো।

২২. কোন নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরে অন্যের পক্ষ থেকে সুরা ফাতিহা পড়া।

২৩. নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরের মাটিকে শেফার কারণ মনে করা।

২৪. নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরে চাদর দেয়া, ফুল দেয়া অথবা সুগন্ধি দেয়া।

২৫. নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরের পার্শে অবশ্যই দুআ কবুল হয় বলে বিশ্বাস করা।

২৬. একথা বিশ্বাস করা যে, নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরে বা মাজারে উপস্থিত হলে আমার স্বাস্থ্য, কারবার, ইজ্জত-সম্মান, পদ, মন্ত্রিত্ব এবং সভাপতিত্ব ইত্যাদি সব ঠিক থাকবে।

২৭. একথা বিশ্বাস করা যে, নবী, অলী বা বুজর্গদের কবরের আশ পাশের গাছ পালা, দেয়াল, পাথর ইত্যাদিতে হাত লাগালে ক্ষতি হবে বলে ধারণা রাখা।

২৮. মৃত নবী, অলী এবং বুজর্গদের কবরে দুআ করার সময় একথা বিশ্বাস করা যে, তারা দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় এখনো আমাদের কথা-বার্তা শুনছেন। আর আমার অবস্থা এবং নিয়্যাত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

২৯. কবর বা মাজারকে উসীলা করে দুআ করা।

৩০. প্রত্যেক জুমায় গুরুত্ব সহকারে বাকী'র কবরস্থান যিয়ারত করা।

৩১. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকের যিয়ারতের পর অবশ্যই বাকীর যিয়ারত করা।

৩২. বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর কবর মোবারকের জালিকে চুমু দেয়া, ছুঁয়া অথবা শরীরে লাগানো।

৩৩. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকে দরূদ-সালাম পড়ার পর কুরআন মজীদের আয়াত ' ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم............ ' তিলাওয়াত করে রাসূল ﷺ এর কাছে ইস্তেগফারের জন্য দরখাস্ত করা।

৩৪. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় 'হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ এর উসীলায় আমার দুআ' কবুল কর' ইত্যাদি বলা।

৩৫. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকে দুআ করার সময় 'আশ শাফাআতু ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা, আল আমান ইয়া রাসূলাল্লাহ ইত্যাদি বলা।

৩৬. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকে কুরআনখানী বা না'তখানীর নিয়্যাতে যাওয়া।

৩৭. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি জীবদ্দশায় যেরূপ উপস্থিত ব্যক্তিদের কথা-বার্তা শুনতেন, তদ্রুপ এখনো আমার কথা শুনছেন।

৩৮. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি যিয়ারতকারীদের নিয়্যাত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

৩৯. যারা মদীনা শরীফ যাবেন তাদের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর কাছে সালাম পৌঁছানো।

৪০. দুআ করার সময় মুখকে কেবলার পরিবর্তে রাসূল কারীমের কবরের দিকে করা।

بَابُ إِيْصَالِ الثَّوَابِ

ঈছালে ছওয়াবের মাসায়েল

মাসআলাঃ ২১১ = কাফের অথবা মুশরিকরা ঈছালে ছওয়াবের কোন কাজের কোন উপকার পাবে না।

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمروا سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك .

رواه أحمد (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেনঃ আছ ইবনু ওয়ায়েল জাহেলী যুগে মান্নাত করেছিল যে, একশটি উট কুরবানী করবে। হিশাম ইবনু আমর নিজের অংশের কুরবানী সম্পন্ন করল। আর আমর (রাঃ) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেনঃ যদি তোমার পিতা তাওহীদকে শিকার করত তাহলে তুমি তার জন্য সিয়াম পালন করলে অথবা ছদকা করলে তার উপকার হত। -আহমদ।[২১৯]

মাসআলাঃ ২১২ = নেক সন্তানদের দুআ, ছদকা জারিয়া, দ্বীন প্রচারের কার্য্যসমূহ, মসজিদ এবং মুসাফিরখানা নির্মাণের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও পেতে থাকবে।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ . رواه ابن ماجة وابن حبان والطبري (صحيح)

আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মানুষ পৃথিবীতে যা কিছু ছেড়ে যায়, তার মধ্যে তিনটি বস্তু সর্বোত্তম। (১) নেক সন্তান, যারা তার জন্য দুআ, করে। (২) ছদকায়ে জারিয়া, যার প্রতিফল সে পেতে থাকবে। (৩) ইলম (ইসলামী জ্ঞান), যা সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে এবং লোকেরা তার মৃত্যুর পর সে মতে আমল করে। - ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, ত্বাবরানী।[২২০]

---

[২১৯] - সিলসিলা সহীহা, ১ম খন্ড হা/নং ৪৮৪।

[২২০] - সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ ,১ম খন্ড, হা/নং ১৯৮।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال قال رَسُولَ اللّٰه ﷺ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أشياء : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رواه مسلم

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব সে পেতেই থাকে। (১) ছদকায়ে জারিয়া, (২) ইসলামী জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে, (৩) নেক সন্তান, যারা তার জন্য দুআ' করবে। -মুসলিম।[২২১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَله وَحَسَنَاته بَعْدَ مَوْته عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَاله فِي صِحَّته وَحَيَاته يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . رواه بن ماجة وابن خزيمة والبيهقي . (حسن)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মৃত্যুর পর মু'মিন যে সকল আমলের ছওয়াব পেতে থাকবে, সেগুলি হল, (১) সেই জ্ঞান, যা সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার করেছে। (২) নেক সন্তান, যা সে পিছনে রেখে এসেছে। (৩) কুরআন, যা মানুষকে দিয়ে এসেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে। (৫) যে মুসাফিরখানা সে নির্মাণ করেছে। (৬) ছদকা যা সে সুস্থাবস্থায় নিজের জীবনে করেছে। এসকল আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি এমনিতেই পেতে থাকবে। -ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাকী।[২২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.(صحيح)

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বললঃ আমার পিতা মারা গেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন কিন্তু অছিয়্যাত করে যাননি। আমি ছদকা করলে কি তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।[২২৩]

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ . رواه أحمد والنسائي (حسن)

---

[২২১] - মুখতাছার মুসলিম, হা/নং ১০০১।

[২২২] - সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খন্ড, হা/নং ১৯৮।

[২২৩] - সহীহ সুনান নাসায়ী ২য় খন্ড, হা/নং ৩৪১৩।

সাআ'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে ছদকা করব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ কোন ছদকা বেশী উত্তম? তিনি বললেনঃ পানি পান করানো। -আহমদ, নাসায়ী।[২২৪]

মাসআলাঃ ২১৩ = সন্তানদের নেক আমলের ছওয়াব নিয়ত করা ব্যতীত পিতা-মাতা পেতে থাকবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ . رواه ابن ماجة (صحيح)

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মানুষের জন্য সর্বোত্তম খাবার হ'ল, যা সে নিজের উপার্জন থেকে খায়। আর তার সন্তান হল, তার উপার্জন। -ইবনু মাজাহ।[২২৫]

মাসআলাঃ ২১৪ = দুআ' মৃত ব্যক্তির জন্য অনেক উপকারী।

মাসআলাঃ ২১৫ = জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উত্তম উপহার হল ইস্তেগফার।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُوَ لَهُمْ . رواه أحمد (صحيح)

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ﷺ কখনো বাকী'তে গিয়ে দু'আ করতেন। যখন আয়েশা সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেনঃ আমাকে 'বাকী' বাসীদের জন্য দু'আ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। -আহমদ।[২২৬]

عن عبد الله بن عباس ﷺ قال : قال النبي ﷺ : ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق ، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها ، وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعـــاء أهـــل الأرض أمثال الجبال ، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم . رواه البيهقي

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেনঃ কবরে মৃতের দৃষ্টান্ত হ'ল সেই ডুবন্ত ব্যক্তি এবং ফরিয়াদ কারীর ন্যায়, যে স্বীয় পিতা-মাতা, ভাই বা বন্ধুদের দুআ'র অপেক্ষায় থাকে। যখন দুআ' পায় তখন তার কাছে পৃথিবীর সব কিছু থেকে

---

[২২৪] - সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খন্ড, হা/নং ৩৪২৫।

[২২৫] - সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/নং ১৭৩৮।

[২২৬] - আহকামুল জানায়েয, হা/নং ১৮৯।

বেশী প্রিয় মনে হয়। নিশ্চয় পৃথিবীবাসীর দুআ'র কারণে কবরবাসীদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পাহাড় পরিমাণ ছওয়াব দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য সর্বোত্তম তোহফা হ'ল, ইস্তেগফার। -বায়হাকী।[২২৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . رواه أحمد

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে নেক ও সৎ বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তখন বান্দা বলবেঃ হে আল্লাহ! এই মর্যাদা আমি কি করে পেলাম? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের কারণে। -আহমদ।[২২৮]

মাসআলাঃ ২১৬ = মৃতের উপর যদি ফরয রোযা বাকী থাকে এবং ওয়ারিশরা রোযা রাখে তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . رواه البخاري ومسلم

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার উপর রোযা বাকী থাকে তখন তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকরা রেখে দিবে। -বুখারী, মুসলিম।[২২৯]

মাসআলাঃ ২১৭ = মৃত ব্যক্তির কৃত শরীয়ত ভিত্তিক নজরকে তার সন্তানরা পূর্ণ করলে, মৃত ব্যক্তি তার ছওয়াব পাবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِهِ عَنْهَا . رواه مسلم

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সাআদ ইবনু উবাদা (রাঃ) রাসূল ﷺ এর কাছে তার মায়ের মান্নাতের ব্যাপারে ফাতওয়া তলব করলেন। যা পূরণ করার পূর্বে তাঁর ইন্তে কাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ মায়ের পক্ষ থেকে তুমি তার মান্নাত পূর্ণ কর। -মুসলিম।[২৩০]

---

২২৭ - মিশকাত, ২য় খন্ড, হা/নং ২৩৫৫।

২২৮ - মিশকাতুল মাছাবীহ, ২য় খন্ড, হা/নং ২৩৫৪।

২২৯ - মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হা/নং ১০০৩।

২৩০ - মুখতাছারু সহী মুসলিম, হা/নং ১০০৩।

মাসআলাঃ ২১৮ = মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কেউ তার কর্য আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ .رواه النسائي

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ এর কাছে এক আনছারী ছাহাবীর জানাযা নিয়ে আসা হল নামায আদায়ের জন্য। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। তার উপর কর্য রয়ে গেছে। আবু কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ তার কর্য আমার জিম্মায় থাকল। নবী ﷺ বললেনঃ ওয়াদা পূরা করবে? আবু কাতাদা বললেনঃ হ্যাঁ করব। তারপর রাসূল ﷺ তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন। -নাসায়ী।[২৩১]

মাসআলাঃ ২১৯ = মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করলে, তার ছওয়াব, সে পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ . رواه ابن ماجة

আয়েশা ও আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন তখন দুটি মোটা তাজা, শিংওয়ালা, চিত্র-বিচিত্র এবং খাসী দুম্বা ক্রয় করতেন এবং একটি নিজের সেই সকল উম্মতের পক্ষ থেকে জবাই করতেন যাঁরা আল্লাহর তাওহীদ এবং রাসূল ﷺ এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়। আর দ্বিতীয়টি মুহাম্মদ ﷺ এবং তার পরিবার পরিজনদের পক্ষ থেকে জবাই করতেন। -ইবনু মাজাহ।[২৩২]

মাসআলাঃ ২২০ = মৃত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকলে, অথবা সে হজ্জের নযর করে থাকলে অতঃপর তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ করলে, তার ফরয বা নজর পূর্ণ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ২২১ = মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা করলে, তার ছওয়াব সে পাবে।

---

[২৩১] - সহীহ সুনান নাসায়ী ৩য় খন্ড, হা/নং ১৮৫১।

[২৩২] - সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/নং ২৫৩১।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا دِينَ اللَّهِ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ এর কাছে আসল এবং বললঃ আমার মা হজ্জ করার মান্নাত করেছিলেন কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব কি? নবী কারীম ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। আচ্ছা বল, যদি তোমার মায়ের উপর কর্য থাকত তাহলে তা কি আদায় করতে? মেয়েটি বললঃ হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কর্যও আদায় কর। কারণ আল্লাহ বেশী হকদার যে তাঁর হক আদায় করা হোক। -বুখারী।[২৩৩]

ঈছালে ছওয়াব সম্পর্কীয় যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. মৃত ব্যক্তির জন্য ছওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রথম দিন এবং তৃতীয় দিন কুলখানির রসম পালন করা এবং সপ্তম দিন, দশম দিন ও চল্লিশতম দিনে খানার আয়োজন করা।

২. যারা কুলখানির রসমে আসবে তাদের মধ্যে কাপড় বন্টন করা।

৩. ঈছালে ছওয়াবের নিয়তে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে খাবার বন্টন করা।

৪. বছর পূর্ণ হলে খাবার বন্টন করা।

৫. নিজের মৃত্যু দিবসে কুরআন খানি বা খাবারের আয়োজন করার অছিয়্যাত করা।

৬. পারিশ্রমিক নিয়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে কুরআনখানি করা অথবা নফল পড়ানো।

৭. মৃত ব্যক্তির নিজের সম্পদ থেকে কুরআন খানি করা, বা অন্য কোন বিদ'আতি রসম পালন করার জন্য টাকা দেয়ার অছিয়্যাত করে যাওয়া।

৮. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে শা'বান, রজব এবং রমযানে বিশেষভাবে ছদকা-খায়রাত করা অথবা খাবার বন্টনের ব্যবস্থা করা।

---

[২৩৩] - মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হা/নং ৮৯৬।

৯. বার্ষিকী পালন করা এবং বার্ষিকীর সময় কুরআন খানী করানো, খাবার কিংবা মিষ্টি বিতরণ করা।

১০. কুরআন তিলাওয়াত করে মৃতদের মধ্যে তার ছওয়াব বখশে দেয়া।

১১. বিসমিল্লাহের কুরআন খতম করা, পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করা, চনার উপর সত্তর হাজার বার কালিমা পড়া।

১২. আয়াতে কারীমার রসম আদায় করা। অর্থাৎ চাদর বিছিয়ে দানার উপর শোয়া লক্ষ বার 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া।

১৩. মৃতের জন্য ছওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে খতম পড়ানো।

১৪. দাফনের দিনকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক কবরে গিয়ে ছদকা-খায়রাত করা এবং মিষ্টি, দুধ অথবা খাবার বন্টন করার ব্যবস্থা করা।